অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : ইষ্টের

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : ইষ্টের

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

পুরাতন নিয়মের আরও অনেক কিতাবের মতই ইষ্টের কিতাবের রচয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত। কিতাবটির উৎস সম্পর্কে উল্লেখ এখানে পাওয়া যায় এমন কিছু নথিপত্রের কথা কাহিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা কোন ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক কোন লিপির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে (২:২৩; ৬:১) কিংবা বাদশাহ্‌ বা তার প্রতিনিধি নিজে তা উক্তি হিসেবে প্রকাশ করেছেন (৩:১২-১৫; ৮:৮-১৪)। সম্ভবত কিতাবটির লেখক ছিলেন মর্দখয় বা তার মত অন্য কোন ব্যক্তি, যার এ ধরনের নথিপত্র নিয়ে কাজ করার মত অনুমতি ছিল এবং ইহুদীদের সম্পর্কে যার বিশেষ অনুরাগ ছিল। পারস্যদের রীতি-নীতি সম্পর্কে তার জ্ঞান প্রকাশ করে যে, এই সকল ঘটনা ঘটার সময়কালের সাথে কিতাবটি রচনার সময়কালের পার্থক্য খুব বেশি নয়।

তবে কিতাবটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ইহুদী ও ঈসায়ী উভয় প্রকার পাঠককেই জটিলতার মুখে ফেলে– এই কিতাবে কোথাও আল্লাহ্‌র কথা বলা হয় নি, এখানে এমন উৎসবের ইতিবাচক বিবরণ দেওয়া হয়েছে যার মূসার শরীয়তে কোন অস্তিত্ব নেই এবং এতে এমন ধরনের কথা রয়েছে যাতে অনেকেই বিঘ্ন পান। এমনকি রিফর্মেশনের যুগেও মার্টিন লুথার এর ভিত্তি নিয়ে সমালোচনা তুলেছিলেন এই বলে যে, কিতাবটি উগ্র ইহুদীপন্থী এবং এতে সুসমাচার সম্পর্কে কোন কথাই নেই। তবে যত মতই থাকুক না কেন, ইহুদীরা ঈসা মসীহের সময়ের আগ পর্যন্ত এই কিতাবটিকে পাক-কালামের অংশ হিসেবে বিবেচনা করত না। ইঞ্জিল শরীফের পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ইহুদী সাহিত্যকর্মে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, যোসেফাস বলেছেন যে, মূসার সময়কাল হতে "আর্টাজারেক্সেসের সময়" পর্যন্ত ইহুদী শরীয়ত রচিত হয়েছে। এছাড়াও অন্য আরেকটি স্থানে তিনি লিখেছেন, আর্টাজারেক্সেসই ইষ্টের কিতাবের "অহশ্বেরস"। এ কারণে তিনি ইষ্টের কিতাবটিকে ইহুদী ক্যাননের সর্বশেষ কিতাব হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। মিস্‌নাহে পুরো একটি অংশ ছিল (মেগলিয়াহ্‌), যেখানে পূরীম ভোজ উৎসবের ইষ্টেরের ঘটনাবলী পাঠ করার পদ্ধতি ও এর সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদী পণ্ডিত ব্যক্তি এ্যাকুইলা (Aquila) ১৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হিব্রু কিতাবুল মোকাদ্দসকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে ইষ্টের কিতাবটি সংযুক্ত করেন। ৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজ কাউন্সিলে পুরাতন নিয়মের ক্যাননে ইষ্টের কিতাবটি অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু সেই সময়ের আগে থেকেই

ইউরোপীয় মণ্ডলীগুলোতে ইষ্টের কিতাবটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। অবশ্য সেই সময়ে পূর্বাঞ্চলীয় মণ্ডলীগুলোতে এই কিতাবটির ক্যাননীকরণ নিয়ে দ্বিধা বিদ্যমান ছিল।

সময়কাল

যেহেতু ইষ্টের কিতাবটির রচয়িতার পরিচয় অজ্ঞাত, সে কারণে রচয়িতার জীবদ্দশার সময়কাল নির্ধারণ করে কিতাবটি রচনার সময়কাল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে কাহিনীর প্রেক্ষাপট থেকে এই কিতাবের রচনার সময়কাল আন্দাজ করা যায় (বাদশাহ্‌ জারেক্সেসের রাজত্বকাল, ৪৮৬-৪৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ); সে কারণে বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত এই সময়কালের পরবর্তী কিছু কালের মধ্যেই এই কিতাবটি রচনা করা হয়।

বিষয়বস্তু

ইষ্টের কিতাবটির মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, কী করে একজন ইহুদী তরুণী পারস্যের রাণী হয়ে উঠল এবং তার নিজ জাতির লোকদেরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করল। এই কাজে তাকে সাহায্য করেছিলেন মর্দখয়, যিনি ছিলেন একাধারে ইষ্টেরের জ্ঞাতি ভাই এবং অভিভাবক। এখানে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, ইহুদীদের এই বিশেষ উদ্ধার লাভের স্মরণে কীভাবে পূরীম নামের একটি বিশেষ উৎসব প্রতিষ্ঠা করা হল।

উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও পটভূমি

কিতাবটির উপকরণ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পূরীম উৎসবের উৎস ব্যাখ্যা করার জন্য এবং ইহুদী জাতির ভবিষ্যৎ সমস্ত প্রজন্ম যেন এই উৎসব ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পালন করে তা নিশ্চিত করার জন্য এই কিতাবটি রচনা করা হয়েছে (৯:২৮)। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট যে, কিতাবটির উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হয়েছে,

যেহেতু ইহুদীরা আজ পর্যন্ত এই পূরীম উৎসব পালন করে থাকে এবং সে সময় তাদের সামনে ইষ্টের কিতাবটি পাঠ করা হয়।

পূরীম শব্দটি এসেছে পারস্য *পূর* (অর্থাৎ "ভাগ্য পরীক্ষা") শব্দ থেকে। এর মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হয় যে, ইহুদী জাতির শত্রু হামন তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য সবচেয়ে ভাল দিনটি বাছাই করতে ভাগ্য পরীক্ষা করেছিল (৩:৭)। ইহুদীদের অন্য যে কোন উৎসবের তুলনায় পূরীম উৎসবটির মধ্যে ধর্মীয় প্রাধান্য সবচেয়ে কম এবং এটি সবচেয়ে আনন্দমুখর উৎসবগুলোর মধ্যে একটি। বর্তমানে এই দিনটি কেবল মাত্র একটি দিন জুড়ে উদযাপন করা হয়। সেই দিনটি হচ্ছে অদর মাসের চোদ্দ তারিখ (ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে), যার ঠিক আগের দিন রোজা রাখা হয়। শিশুদের হাতে ঝুনঝুনি জাতীয় খেলনা দেওয়া হয়, যেন ইষ্টের কিতাবটির কাহিনী যখন তাদের সামনে পাঠ করে শোনানো হয় তখন যতবার দুষ্ট হামনের নামটি উচ্চারণ করা হবে ততবার তারা উচ্চস্বরে শব্দ করে নামটির উচ্চারণ ছাপিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে রয়েছে উপহার বিনিময় করা, দরিদ্রদেরকে খাবার দান করা, পূরীম নিয়ে নাট্যাভিনয় করা এবং বিশেষ পোশাক পরা। ইসরাইলে পূরীম উৎসবটি আরও ব্যাপক পরিসরে আয়োজিত হয়। সেখানে শুধুমাত্র ইষ্টের ও মর্দখয় যেদিন উদ্ধার লাভ করলেন সেই দিনটিকে স্মরণ করা হয় না, বরং নির্যাতন ও কষ্টভোগ করা থেকে ইহুদী জাতি কয়েক হাজার বছরের জন্য যে উদ্ধার লাভ করল তা উৎসবের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে।

কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাস অনুসারে ইষ্টের কিতাবের প্রেক্ষাপট ব্যাবিলনের বন্দীদশার পরবর্তী সময়কাল, যখন ব্যাবিলনকে হটিয়ে দিয়ে পারস্য সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। কাহিনীর পটভূমি হচ্ছে পারস্যের রাজধানী শূশা। সে সময় পারস্য শাসন করছিলেন বাদশাহ্ অহশ্বেরস, যিনি তার গ্রীক নামে সর্বাধিক পরিচিত, ১ম জারেক্সেস (৪৮৬-৪৬৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। অনেক ইহুদী সে সময় জেরুশালেমে ফিরে এসেছিল এবং তারা তাদের নিজেদের জীবন, ধর্ম ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল, যার বিবরণ উযায়ের ও নহিমিয়া কিতাবে পাওয়া যায়। অন্যান্যরা ইষ্টের ও মর্দখয়ের মত তখনও বন্দীদশায় অবস্থান করছিল। সংখ্যালঘু হওয়াতে ইহুদীদেরকে প্রায়শই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হত এবং কখনো কখনো তাদের অস্তিত্বকে স্থানীয় পারস্য নাগরিকদের জন্য হুমকির কারণ হিসেবে মনে করা হত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইষ্টের ও মর্দখয়ের পরিস্থিতি অনেকটা এক শতাব্দী আগে দানিয়াল ও তাঁর বন্ধুদের মত ছিল।

ইষ্টের কিতাবটি ছাড়াও আরও অনেক উৎস থেকে পারস্যের এই সময়কার ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানা যায়। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস এর বিভিন্ন রচনাবলী (৪৮৫-৪২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং শূশা সহ অন্যান্য স্থান থেকে পাওয়া বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক লিপি। এই সমস্ত উৎসের কোথাও ইষ্টের সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি এবং হেরোডটাস জারেক্সেসের স্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন *এ্যামেস্ত্রিস* বলে। তবে হয়তো জারেক্সেসের একাধিক স্ত্রী ছিল এবং কিতাবুল মোকাদ্দসে শুধুমাত্র ইষ্টেরের উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য দিক বিবেচনা করলে কিতাবটিতে যে ধরনের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তার সাথে অন্যান্য উৎস থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ ১:১; ১:২-৩; ১:৪; ২:৫; ২:৬; ২:৭; ২:১৫; ২:১৬; ২:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ

ইষ্টের কিতাব শুধুমাত্র পূরীম উৎসবের কারণ ব্যাখ্যা করেছে তা নয়। এটি একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীচিত্রও বটে। কেন এবং কীভাবে ইহুদীরা এমন সর্বগ্রাসী একটি বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করল সে সম্পর্কে কিছু সত্যতাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই বার্তাটিকে সংক্ষেপিত করে তিনটি শিরোনামের মধ্যে নিয়ে এসে ব্যাখ্যা করা যায়:

১. বেহেশতী প্রত্যাদেশ: এই কিতাবে একবারও আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা না হলেও তাঁর উপস্থিতির বহু নিদর্শন দেখা যায়। বষ্টী রাণীর পতন (১:১০-২২), তাকে অপসারণের জন্য এক উৎসবমুখর "সুন্দরী প্রতিযোগিতার" আয়োজন (২:১-১৮), এবং বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা মর্দখয়ের শুনে ফেলা (২:১৯-২৩) এর সব কিছুই ইষ্টের এবং মর্দখয়কে হামনের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের আগেই বিশেষ ক্ষমতা লাভ করার জন্য সাহায্য করেছিল (৩:১-৩)। এর পর আমরা আবারও দেখি উপযুক্ত সময়ে একাধিক ঘটনার বাস্তবায়ন এবং আবারও ইহুদীদের প্রতি আনুকূল্য এবং তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধের পাল্লা যথাস্থানে ফিরে এল। মর্দখয়কে হত্যা করার আদেশ বাস্তবায়নের আগের রাতে বাদশাহ্‌র ঘুম না হওয়া (৬:১-৩), জারেক্সেস যখন ভাবছিলেন কী করে মর্দখয়কে পুরস্কৃত করা যায় সে সময় হামনের প্রবেশ (৬:৬) এবং ঠিক যখন হামন ইষ্টেরে আসনের উপরে পড়ে ছিল সে সময় বাদশাহ্‌র প্রবেশ (৭:৮) এর সবই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চূড়ান্ত লক্ষ্যটিকে ফলপ্রসূ হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এই ঘটনাগুলোর একটিও কোন মানুষের সাহায্যে ঘটে নি। তাছাড়া কাহিনীর চরিত্রগুলোও যেন এ ব্যাপারে সচেতন ছিল যে, সব কিছুই কেবল ভাগ্যক্রমে ঘটছে না, বরং কোন একটি অদৃশ্য শক্তি সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করছে। মর্দখয় এ বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে, কোন না কোন ভাবে ইহুদীরা অবশ্যই

উদ্ধার লাভ করবে। উপরন্তু তিনি এও বিশ্বাস করেছিলেন যে, ইষ্টের "এই রকম সময়ের জন্যই" রাণীর পদ পেয়েছিলেন (৪:১৪)। এমনকি হামানের স্ত্রীও এ কথা জানতো যে, মর্দখয় যদি ইহুদী হন তাহলে হামানের পতন অবধারিতভাবে ঘটবে (৬:১৩)। বাদশাহ্‌র সামনে যাওয়ার জন্য ইষ্টের যে রোজা রেখেছিলেন তা বেহেশতী শক্তি যাচঞা করার জন্য মুনাজাত ব্যতীত আর কিছুই নয় (৪:১৬)।

ইষ্টের কিতাবে আমরা যে উদ্ধারের অভিজ্ঞতা লাভ করি তা মূসার সময়ে মিসর থেকে লাভকৃত উদ্ধারের তুলনায় ভিন্নতর। এখানে কোন অলৌকিক কাজের চিহ্ন নেই, কোন বিশেষ প্রত্যাদেশ নেই, মূসার মত কোন নবী নেই – এমনকি আল্লাহ্‌র নামের কোন উল্লেখই নেই! তথাপি এই কাহিনী থেকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, যেখানে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সবচেয়ে অপ্রকাশিত, সেখানেও তিনি উপস্থিত রয়েছেন এবং সেখানেও তিনি তাঁর মনোনীত লোকদের রক্ষা করার জন্য ও উদ্ধার করার জন্য কাজ করে চলেছেন।

২. মানবীয় দায়িত্ব: যদিও এই কিতাবটি দেখায় যে, এর চূড়ান্ত ফলাফল কোন মানবীয় অর্জন নয় বরং এক বেহেশতী দান, তথাপি ইষ্টের এবং মর্দখয়কে এই ফল অর্জন করার জন্য চরম সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাদের কাজও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই ঘটনাপ্রবাহের প্রায় এক শতাব্দী আগে নবী ইয়ারমিয়া ব্যাবিলনের বন্দীদশায় থাকা লোকদের প্রতি লিখেছিলেন যে, বিদেশী শাসকদের অধীনে থাকাকালে সুনাগরিক হওয়ার জন্য তাদের কী কী দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে এবং এর প্রেক্ষিতে তাদের জন্য কী কী সুফল রয়েছে: "বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌, এই কথা বলেন, সমস্ত নির্বাসিত লোকের প্রতি– আমি যেসব লোককে জেরুশালেম থেকে ব্যাবিলনে বন্দী করে এনেছি, তাদের প্রতি– হুকুম এই; ... যে নগরে বন্দী করে এনেছি, সেখানকার শান্তির চেষ্টা কর ও সেখানকার জন্য মাবুদের কাছে মুনাজাত কর; কেননা সেখানকার শান্তিতে তোমাদের শান্তি হবে" (ইয়ারমিয়া ২৯:৪-৭)।

ইষ্টের এবং মর্দখয় ঠিক দানিয়াল ও তাঁর বন্ধুদের মতই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে মর্দখয় বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেয়ে যে কাজটি করেছিলেন তাতে করে তিনি যে ইয়ারমিয়ার উপদেশ অনুসরণ করছিলেন তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় (ইষ্টের ২:১৯-২৩)। এর সুফল তিনি কীভাবে পেয়েছিলেন তারও দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। তাছাড়া ইষ্টেরের সর্তকতার সাথে করা পরিকল্পনা, সেই সাথে তাঁর জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলে নিজ জাতির লোকদেরকে বাঁচানোর প্রয়াস অত্যন্ত বীরোচিত কাজ (৪:১৬)। ইষ্টের এবং মর্দখয় দুজনেই এই দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে, বেহেশতী প্রত্যাদেশের কারণে আল্লাহ্‌র লোকদের সক্রিয়তা ও সাহসিকতাপূর্ণ কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব কখনো নিঃশেষ হয়ে যায় না।

৩. মন্দের অসারতা: জারেক্সেস এবং হামান ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এবং গুরুত্বপূর্ণ দুই ব্যক্তি। কিন্তু ইষ্টের কিতাবে বার বার তাদের ব্যর্থতা দেখে আমাদের হাসির উদ্রেক ঘটে। জারেক্সেস ১২৭টি প্রদেশের উপরে শাসন করতেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিজ স্ত্রীকে (বষ্টী রাণী) শাসন করতে পারেন নি এবং তাঁর রাজসভার তথাকথিত জ্ঞানী লোকেরা কোন মতেই কোন জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে নি (১:১২-১৩)। কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে হামানের পতন। যে ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য হামান এত কষ্ট করে ষড়যন্ত্র করল, তাকেই জনসম্মুখে মর্যাদার আসনে চরানোর ঘটনাটি নিঃসন্দেহে পাঠকের কাছে এক দারুন রসবোধের জন্ম দেবে (৬:৬-১১)। উপরন্তু মর্দখয়কে ঝোলানো জন্য সে যে ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরি করেছিল (৭:৮-১০) তা যেন এই চিরাচরিত প্রবাদেরই পুনরাবৃত্তি ঘটায়: অন্যের জন্য গর্ত খুঁড়লে নিজেকেই গর্তে পড়তে হয় (এ প্রসঙ্গে দেখুন জবুর ৭:১৫)। এর মধ্য দিয়ে পরিষ্কারভাবে আমাদের জন্য এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াতে যে সমস্ত উদ্ধত ব্যক্তি নিজেদেরকে অনেক ক্ষমতাশালী ভেবে আল্লাহ্‌র লোকদের বিরুদ্ধাচারণ করে, তথা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা কেবল নিজেদের ধ্বংসই ডেকে নিয়ে আসে। এ ধরনের মানুষের কাণ্ড দেখে আল্লাহ্‌ বিদ্রূপের হাসি হাসেন (জবুর ২:৪) এবং ইষ্টের কিতাবটি পড়ে আমরাও আল্লাহ্‌ ও তাঁর লোকদের বিরুদ্ধাচারণকারীদের প্রতি বিদ্রূপের হাসি হাসতে পারি।

বর্তমান সময়ের ঈসায়ীদের জন্য ইষ্টের কিতাবের প্রাসঙ্গিকতা

ইব্রাহিম থেকে শুরু করে মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর মণ্ডলী পর্যন্ত বিস্তৃত কাহিনীচিত্রের একটি অংশ হচ্ছে এই ইষ্টের কিতাব। যদি হামানের দুরভিসন্ধি সফল হত তাহলে সমগ্র ইহুদী জাতি ধ্বংস হয়ে যেত এবং ইব্রাহিমের বংশধরেরা ধ্বংস হয়ে যেত এবং ইব্রাহিমের বংশধরদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী কাজের অবসান ঘটত। সেক্ষেত্রে মসীহ্‌তে আমাদের পরিপূর্ণতা সাধিত হত না এবং কোন সুসমাচার এবং মণ্ডলীর অস্তিত্ব থাকত না। মসীহের মধ্য দিয়ে সাধিত নাজাতের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। এ কারণে ইষ্টের কিতাবটি শুধুমাত্র ইহুদীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি কাহিনী হিসেবে পাঠ করা ঈসায়ী ঈমানদারদের উচিত হবে না। বরং এই কিতাবটিকে দেখা প্রয়োজন পুরাতন নিয়মের যুগের ও ইঞ্জিল শরীফের যুগের ঈসায়ীদের প্রতি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার এক মৌলিক সংযোগ হিসেবে, যা ঈসায়ীদের সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে আল্লাহ্‌র কালাম হিসেবে আত্মস্থ করা প্রয়োজন (১

করি ১০:১১ দেখুন)। এই পর্যায়ে এসে ইহুদী ও অ-ইহুদীরা মসীহেতে এক জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে (ইফিষীয় ২:১১-১৬)। পূরীম উৎসব পালন করার জন্য ঈসায়ীদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু তাদেরকে সেই সত্য অন্তরে ধারণ করতে হবে, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য স্থির করেছেন। তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন কোনভাবেই তাদের উপরে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে (রোমীয় ৮:২৮)।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইহুদী বিরোধী মনোভাব এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং আমরা ঈসায়ীরা যে এ ধরনের মনোভাব থেকে মুক্ত এ কথা ভাবাটা হবে বোকামি। মণ্ডলীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই এবং ঈসায়ী ক্যাননের অংশ হিসেবে ইষ্টের কিতাবটি আমাদেরকে এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সতর্ক করে। কিন্তু এর বিপক্ষে একমাত্র সত্যিকারের সমাধান হচ্ছে সুসমাচার। যারা সুসমাচারে ঈমান আনবে তাদের অন্তরে আল্লাহ্ সেই সত্যিকার পরিবর্তন সাধন করবেন। তবে এখানেই শেষ নয়, বরং শুরু। ইষ্টের এবং মর্দখয় যে ধরনের দুনিয়াতে জীবন যাপন করেছেন, সে ধরনের একটি প্রতিকূল দুনিয়াতে বসবাস করার জন্য আমাদেরকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। শাসক গোষ্ঠী বা সরকার অনেক সময়ই ঈমানদারদের প্রতি অন্যায্য আচরণ করে থাকে, এমনকি তারা আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি ও ঈমানের উপরেও আঘাত হেনে থাকে। আবার পশ্চিমা দেশগুলোতে অনেক সময় দেখা যায় ঈমান থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং দৈনন্দিন জীবনে আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর না করার প্রবণতা। কিন্তু ইঞ্জিল শরীফের মত ইষ্টের কিতাবও আমাদেরকে শেখায় যে, দুনিয়াতে কি করে সাহস ও নৈতিক শুদ্ধতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, কি করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং সুরক্ষা ও যোগান দানের জন্য কীভাবে আল্লাহ্‌র মহান কর্তৃত্বের উপরে নির্ভর করতে হয়।

নাজাতের ইতিহাসের সার-সংক্ষেপ

ইহুদীদের পরবর্তী প্রত্যেকটি প্রজন্মের জন্য ইষ্টের কিতাব এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, "কী করে আমরা এখনও এই দুনিয়াতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রয়েছি?" সেখানে আল্লাহ্‌র সুপ্ত পরিকল্পনাকে নির্দেশ করা হয়েছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের ক্যাননের আরও ব্যাপক চিত্র লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্ তাঁর মহান পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ইব্রাহিমের বংশধরদেরকে রক্ষা করেছেন, তাদের মধ্য দিয়ে মসীহ্‌কে প্রতিপালন করেছেন এবং তাঁর মনোনীত লোকদের মধ্যে অ-ইহুদীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবেই এই গল্পটি অ-ইহুদীদের মধ্য হতে আগত ঈমানদারদের গল্প হয়ে উঠেছে। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

ইষ্টের কিতাবটি এক অনবদ্য সাহিত্যকর্ম। এতে রয়েছে সেই সমস্ত উপকরণ যা প্রত্যেকটি যুগের মানুষ একটি গল্পের মধ্যে খুঁজে বেড়ায়– এক সুন্দরী ও সাহসী নায়িকা, একটি নিটোল প্রেমের কাহিনী, ভাল চরিত্রগুলোর প্রতি তীব্র হুমকি, আপাদমস্তক মন্দতায় পূর্ণ খলনায়ক, রোমাঞ্চ, নাটকীয়তা, মনোরম স্থানের আকর্ষণীয় বর্ণনা, ঘটনাপ্রবাহের আকস্মিক ধারাপতন, কাব্যিক ন্যায়বিচার এবং মধুর যবনিকাপাত।

ইষ্টের কিতাবে যে কাহিনীর অবতারণা ঘটেছে তা আসলে বীরত্বগাঁথা, কারণ এই কাহিনীর গতিধারা আবর্তিত হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে, তথা গল্পের নায়িকাকে ঘিরে, যার পারস্য নাম ইষ্টের এবং এর অর্থ "তারা"। কিন্তু এই কাহিনী একটি জাতির দেশাত্মবোধকেও ফুটিয়ে তোলে – পুরো একটি জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এখানে। ক্রমাগত জটিলতর পরিস্থিতি থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ ঘটতে ঘটতে অবশেষে মধুর সমাপ্তি সাধনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

এখানে রাণী ইষ্টেরের চরিত্রটি নিজেকে ক্রমান্বয়ে গড়ে তুলেছে। এমন নয় যে, শুরু থেকেই তার মধ্যে সম্ভাব্য সব ধরনের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ও গুণের সমাহার ছিল। প্রথম জীবনে ইষ্টের যখন বাদশাহ্‌র হারেমে ছিলেন সে সময় পারস্যের যুবতীদের মধ্যে বছরব্যাপী সৌন্দর্য চর্চার যে ধারা শুরু হয়েছিল, তাতে তিনি নিজেকে সামিল করতে পেরেছিলেন। হারেমে যারা ছিল তারা জানত না ইষ্টের কোন জাতির মেয়ে ছিলেন। তাঁর দুটি নাম ছিল, যার মধ্য দিয়ে বোঝায় তিনি পারস্যের অভিজাত শ্রেণীর কাতারে উত্থিত হওয়ার সময় নিজের পরিচয় নিয়ে সঙ্কটে ভুগছিলেন। কিন্তু যখন প্রয়োজনের সময় এলো তখন ঠিকই ইষ্টের তাঁর জাতিকে উদ্ধার করতে বীরত্বের পরিচয় দিতে পেরেছিলেন।

কিতাবটির হামান নামক চরিত্রটিকে ঘিরে বেশ হাস্যরসাত্মক কিছু ঘটনার অবতারণা ঘটেছে। হামান একদিকে যেমন স্বার্থান্বেষী, তেমনি প্রতিশোধপরায়ণ।

ইষ্টেরের সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য

৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

ইষ্টেরের সময়ের অনেক আগে ইসরাইল ও এহুদার লোকেরা (পরবর্তীতে তারা ইহুদী নামে পরিচিত হয়) আশেরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের কারণে নিজেদের দেশ থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে পারস্য জাতি ইসরাইল ও এহুদার সমস্ত ভূখণ্ড নিজেদের করায়ত্ত করে ফেলে, যা ইষ্টেরের সময়ে সবচেয়ে বৃহৎ আকৃতি লাভ করে। এমন সময়ে

হামান সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ইহুদীদের বিনাশ করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে, যা বাস্তবায়িত হলে ইহুদীরা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু ইষ্টেরের বীরত্বপূর্ণ সাহসী পদক্ষেপ ইহুদী জাতিকে নিশ্চিত ও নিঃশেষে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

কিতাবটির মূল আয়াত: "ফলে যদি তুমি এই সময়ে সর্বতোভাবে নীরব হয়ে থাক, তবে অন্য কোন স্থান থেকে ইহুদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটবে, কিন্তু তুমি তোমার পিতৃকুলের সঙ্গে বিনষ্ট হবে; আর কে জানে যে, তুমি এই রকম সময়ের জন্যই রাণীর পদ পাও নি" (৪:১৪)?

প্রধান প্রধান লোক: ইষ্টের, মর্দখয়, বাদশাহ্‌ জারেক্সস্‌, হামন

প্রধান প্রধান স্থান: শূশায় বাদশাহ্‌র দরবার, পারসীয়া

কিতাবটির রূপরেখা:

১. ভূমিকা (১:১-২:২৩)
   - ক. রাণী বস্তির পতন (১:১-২২)
   - খ. রাজ-সিংহাসনের কাছাকাছি ইষ্টের (২:১-১৮)
   - গ. মর্দখয় দ্বারা বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার তথ্য প্রকাশ (২:১৯-২৩)

২. প্রধান কাজ (৩:১-৯:১৯)
   - ক. ইহুদীদের ধ্বংস করার হামনের ষড়যন্ত্র (৩:১-১৫)
   - খ. মর্দখয় ও ইষ্টের তাদের লোকদের রক্ষা করার পরিকল্পনা (৪:১-১৭)
   - গ. বাদশাহ্‌ ইষ্টেরকে গ্রহণ করেন ও হামনের পরিকল্পনা ফাঁস করার প্রস্তুতি (৫:১-৮)
   - ঘ. মর্দখয়কে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্য হামনের প্রস্তুতি (৫:৯-১৪)
   - ঙ. মর্দখয়কে সম্মান জানানো ও হামনের মনোদুঃখ (৬:১-১৩)
   - চ. ইষ্টের হামনের ধ্বংস ডেকে আনেন (৬:১৪-৭:১০)
   - ছ. ইহুদীদের অধিকার রক্ষায় ইষ্টেরের জয় (৮:১-১৭)
   - জ. ইহুদীরা তাদের শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে (৯:১-১৯)

৩. উপসংহার (৯:২০-১০:৩)
   - ক. ইষ্টের পূরীম উৎসব স্থাপন (৯:২০-৩২)
   - খ. মর্দখয়ের উন্নতি ও ইহুদীদের মঙ্গলে তাঁর শাসন-কাজ (১০:১-৩)

ইষ্টের কিতাবের দৃশ্যের পিছনে থাকা মহান আল্লাহ্‌

যদিও ইষ্টের কিতাবের হিব্রু টেক্সেটে আল্লাহ্‌র নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয় নি, তবুও আল্লাহ্‌ এভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন:

পরোক্ষ রেফারেন্স সমূহ	২:১৭	ইষ্টের, যিনি আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন, রাণী হয়েছিলেন।
	৪:১৪	লোকেদের ব্যাপারের উপর আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর ক্ষমতা হচ্ছে অনুমিত।
	৪:১৬	রোজা একটি সতন্ত্র রূহানিক কার্যক্রম যা সাধারণত মুনাজাতের সাথে যুক্ত।
ইষ্টের কিতাবটি ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের ঘটনায় ভরা	২:২১,২৩	মর্দখয় আড়ি পেতে একটি মৃত্যুর ষড়যন্ত্র শুনেছিলেন এবং বাদশাহ্‌র জীবন রক্ষা করেছিলেন।
	৬:১	কাইরাস ঘুমাতে পারছিলেন না এবং একটি ইতিহাসের বই পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
	৬:২	কাইরাস সেই মুহূর্তের জন্য প্রয়োজনীয় একদম সঠিক পৃষ্ঠাটি পড়েছিলেন, যা তাঁকে মর্দখয়কে না দেওয়া পুরষ্কারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।
	৭:৯,১০	হামানে পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে ঘুরে গিয়েছিল– যারা শিকার ছিল তারাই জয়ী হয়েছিল।

ইষ্টেরের কিতাবে কেন আল্লাহ্‌র নাম লুকানো রয়েছে? মধ্যপ্রাচ্যে এবং পারস্য সাম্রাজ্যে অনেক দেব-দেবতা ছিল। সাধারণ দাপ্তরিক দলিলে তাদের নামসমূহের উল্লেখ থাকত যাতে যারা তাদের পূজা করতো তাদের যেন নিয়ন্ত্রন করা যায়। ইহুদীরা একমাত্র আল্লাহ্‌র লোক হওয়ার কারণে তা ভিন্ন ছিল। তাদের সম্পর্কে কোন কাহিনী সাধারণত হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিষয়ে কাহিনী, কারণ এর মধ্যে "ইহুদী" নামটির অর্থ হচ্ছে যারা ইয়াহ্‌ওয়েহের এবাদত করে।

কিভাবে আল্লাহ্‌ দুনিয়াতে কাজ করেন

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা	আল্লাহ্‌ কি সম্পন্ন করতে চান– তিনি কাজ করেন		
	প্রাকৃতিক নিয়মে	**আশ্চর্য কাজ দ্বারা**	**দূরদর্শিতায়**
আল্লাহ্‌র কাজ	আল্লাহ্‌তালা তাঁর বিশ্বমণ্ডলে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা কাজ করে থাকেন। তিনি তাঁর কালাম ও মানুষের বিবেকের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশার বিষয়ে প্রকাশ করেছেন।	মানুষের বিশেষ প্রয়োজনে সাড়া দিতে আল্লাহ্‌ প্রাকৃতিক নিয়মে ঢুকে পড়েন।	লোকেরা অনুরোধ করেছে অথবা করেনি এমন কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহ্‌ প্রাকৃতিক নিয়ম বাতিল করেন।
ইষ্টেরের উদাহরণ	আল্লাহ্‌ ইষ্টেরকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দান করেছিলেন।	আল্লাহ্‌ ইষ্টেরকে বাদশাহ্‌র সাথে কথা বলার অনুমুতি দিয়েছিলেন।	আল্লাহ্‌ মর্দখয়কে একটি ষড়যন্ত্র আড়ি পেতে শুনতে দিয়েছিলেন।
	ইষ্টের তাঁর লোকদের বাঁচানোর জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন।	লোকেরা মুনাজাত করেছিল এবং রোজা রেখেছিল।	মানুষের পক্ষে যা করা অসম্ভব তা সম্পন্ন করতে মর্দখয় আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করেছিলেন।
মানুষের ইচ্ছা	মানুষেরা কি সম্পন্ন করতে চায়– আমরা		
	পরিকল্পনা করি	**মুনাজাত করি**	**বিশ্বাস করি এবং বাধ্য থাকি**
যে ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি	আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নিয়ম এবং এর উপর নির্ভরতার ভিত্তিতে পরিকল্পনা করতে পারি। আল্লাহ্‌র কালাম জানা এবং তা মেনে চলতে পারি।	আমাদের জ্ঞান এবং পরিপ্রেক্ষিত যে সীমিত তা জেনে আমরা নির্দিষ্ট বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য আল্লাহ্‌কে বলতে পারি।	আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, আল্লাহ্‌ নিয়ন্ত্রনে আছেন, এমনকি যখন পরিস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি নিয়ন্ত্রনে নেই।
	অথবা ...		
যে ভুলগুলো আমরা করতে পারি	আমরা অবাধ্য হতে পারি।	আমরা দাবি করে বসতে পারি।	আমরা হতাশা প্রকাশ করতে পারি।
	প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ অমান্য করতে পারি।	অনুমান করতে পারি যে, কি প্রয়োজন তা আমরা বুঝি এবং আল্লাহ্‌ তাতে একমত হবেন এবং সেইভাবেই মুনাজাতের উত্তর পাবার জন্য আশা করতে পারি।	অনুমান করতে পারি যে, আল্লাহ্‌ মুনাজাতের উত্তর দেন না অথবা আমাদের প্রয়োজনে সাড়া দেন না এবং এমন মনে করে জীবন-যাপন করতে পারি যে, প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যতিরেকে আর কিছুই নেই।

বষ্টী রাণীর পদচ্যুতি

১ [১] জারেক্সের সময়ে এই ঘটনা ঘটল। এই
জারেক্স হিন্দুস্থান থেকে ইথিওপিয়া দেশ
পর্যন্ত এক শত সাতাশ প্রদেশের উপরে রাজত্ব
করতেন। [২] সেই সময়ে বাদশাহ্ জারেক্স শূশন
রাজধানীতে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন।
[৩] তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বছরে তাঁর সমস্ত নেতা ও
কর্মকর্তাদের জন্য একটি ভোজ প্রস্তুত করলেন;
পারস্য ও মাদিয়া দেশের বিক্রমশালী লোকেরা,
প্রধানেরা ও প্রদেশের শাসনকর্তারা তাঁর সাক্ষাতে
উপস্থিত হলেন। [৪] তিনি অনেক দিন অর্থাৎ এক
শত আশি দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতাপান্বিত রাজ্যের
ঐশ্বর্য ও তাঁর উৎকৃষ্ট মহত্ত্বের গৌরব প্রদর্শন
করলেন।

[৫] সেসব দিন সম্পূর্ণ হবার পর বাদশাহ্ শূশন
রাজধানীতে উপস্থিত ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত লোকের
জন্য রাজপ্রাসাদের বাগানের প্রাঙ্গণে
সপ্তাহকালব্যাপী ভোজ প্রস্তুত করলেন।
[৬] সেখানে কার্পাসের তৈরি সাদা ও নীল রংয়ের
চন্দ্রাতপ ছিল, তা মসীনা সুতার বেগুনিয়া রংয়ের
দড়ি দিয়ে রূপার কড়াতে মার্বেলস্তম্ভে বাঁধা ছিল
এবং লাল, সাদা, সবুজ ও কাল মার্বেল পাথরে
সজ্জিত মেঝের উপর সোনার ও রূপার
আসনশ্রেণী স্থাপিত ছিল। [৭] আর বাদশাহ্‌র
উদারতা অনুসারে সোনার পাত্রে পানীয় ও প্রচুর
রাজকীয় আঙ্গুর-রস দেওয়া হল, সেসব পাত্র
নানা রকম ছিল। [৮] তাতে নিয়ম অনুসারেই পান
করা হল। কেউ জোর করলো না; কেননা যার
যেমন ইচ্ছা, সেই অনুসারে তাকে করতে দাও,
এই হুকুম বাদশাহ্ তাঁর বাড়ির সমস্ত কর্মকর্তাকে
দিয়েছিলেন। [৯] আর বষ্টী রাণীও জারেক্সের
রাজপ্রাসাদে মহিলাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত
করলেন।

[১০] সপ্তম দিন যখন বাদশাহ্ আঙ্গুর-রসে
প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, তখন তিনি মহূনন, বিস্থা,
হর্বোণা, বিগ্‌থা, অবগথ, সেথর কর্কস নামে
বাদশাহ্ জারেক্সের সম্মুখে পরিচর্যাকারী এই
সাত জন নপুংসককে হুকুম করলেন, [১১] যেন
তারা লোকদের ও কর্মকর্তাদেরকে বষ্টী রাণীর
সৌন্দর্য দেখাবার জন্য তাঁকে রাজমুকুট পরিয়ে
বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে আনয়ন করে; কেননা তিনি
দেখতে সুন্দরী ছিলেন। [১২] কিন্তু বষ্টী রাণী

[১:১] উজা ৪:৬; দানি ৩:২; ৬:১।
[১:২] উজা ৪:৯; ইষ্টের ২:৮।
[১:৩] ১বাদশা ৩:১৫।
[১:৫] কাজী ১৪:১৭।
[১:৬] ইষ্টের ৭:৮; ইহি ২৩:৪১; আমোস ৩:১২; ৬:৪।
[১:৭] ইষ্টের ২:১৮; দানি ৫:২।
[১:৯] ১বাদশা ৩:১৫।
[১:১০] পয়দা ১৪:১৮; ইষ্টের ৩:১৫; ৫:৬; ৭:২; মেসাল ৩১:৪-৭; দানি ৫:১-৪।
[১:১১] জবুর ৪৫:১১; ইহি

১:১ জারেক্স। পারসিক Khshayarshan নামের গ্রীক শব্দের ভিন্ন ভাষার বর্ণ দিয়ে লেখা হয়েছে বা প্রতিবর্নীকরণ করা হয়েছে। জারেক্স তার পিতা দারিয়ুসের পর সিংহাসনে আরোহন করেন এবং খ্রী:পূ: ৪৮৬ - খ্রী:পূ: ৪৬৫ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন।

এক শত সাতাশ প্রদেশ। ৮:৯ আয়াত দেখুন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস (৩:৮৯) লিখেছেন যে, জারেক্সের পিতা দারিয়ুস তাঁর সম্রাজ্যকে বিশটি প্রদেশ নিয়ে গঠন করেছিলেন। প্রদেশপাল (প্রদেশগুলোর শাসনকর্তা, এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে ৩:১২; ৮:৯; ৯:৩ আয়াতে) প্রদেশগুলোতে ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা।

১:২ শূশন দুর্গ। দূর্গ এবং প্রাসাদ যুক্ত অবস্থায় ছিল। এটি শহরের পরিবেষ্টন থেকে সতন্ত্র ছিল, ৩:১৫ এবং ৮:১৪-১৫ আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। মধ্য উনবিংশ শতাব্দীর সময় প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বিভিন্ন অনুসন্ধানের ফলে এই স্থানটি আবিস্কৃত হয়। জারেক্স প্রাসাদের কাঠামোতে নবরূপদান করে বিশাল ভাবে নির্মাণ করেছিলেন।

শূশন। পারসিক বাদশাহ্‌দের শীতকালীন বাসস্থান (উষায়ের ৪:৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। ইকবাটানা ব্যাবিলন এবং পারর্সিপোলিশে আরো তিনটি রাজধানী ছিল (উযায়ের ৬:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। দানিয়াল তাঁর একটি দর্শন পেয়েছিলেন যে, তিনি শূশনে অবস্থান করছেন (দানিয়াল ৮:২ আয়াত); নহিমিয়াও শূশানে পরিচর্যায় রত ছিলেন (নহিমিয়া ১:১ আয়াত)।

১:৩-৪ (খ্রী:পূ: ৪৮৩ - খ্রী:পূ: ৪৮২) এই দীর্ঘকাল ব্যাপি সম্মেলন এবং বিশাল জনতার উপস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, খ্রী:পূ: ৪৮২ - খ্রী:পূ: ৪৭৯ অব্দে গ্রীসের বিরুদ্ধে দুঃখজনক সামরিক অভিযানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়তো এই সমাবেশ করা হয়েছিল। হেরোডটাস (৭:৮) সম্ভবত এই সম্মেলনের বর্ণনা দিয়েছেন।

১:৩ ভোজ। ইষ্টেরের বিবরণে ভোজ ছিল প্রসিদ্ধ বিষয়ে (ভূমিকা দেখুন: উদ্দেশ্য এবং সাহিত্য বিষয়ক রচনা)।

১:৫-৬ শূশনে খনন কার্য চালানোর সময় একটি গ্রন্থাংশ আবিস্কৃত হয়, যে গ্রন্থাংশে জারেক্সের পিতা দারিয়ুস তাঁর রাজ প্রাসাদের স্থাপত্যের কিছু বর্ণনা করেছেন। দারিয়ুস যে কাজ শুরু করেছিলেন জারেক্সস সেই কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন।

১:৯ বষ্টিরাণী। খ্রী:পূ: ৪৮৪/৪৮৩ খ্রী:পূর্বাব্দে তাকে রাণীর পদ থেকে অপসারিত করা হয়। আর ইষ্টের রাণীর পদ লাভ করেন খ্রী:পূ: ৪৭৯/৪৭৮ খ্রী:পূর্বাব্দে (২:১৬-১৭)। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ জারেক্সর রাণীকে Amestris নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই ঐতিহাসিকগণ জারেক্সের রাজ্য শাসনের প্রথম দিকে রাণীর প্রভাবের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং ৪২৪ খ্রী:পূর্বাব্দে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রাণী মাতা হিসাবে তার পুত্র আর্টাজারেক্সের পরবর্তী শাসন কালের বর্ণনা করেছেন। (উযায়ের ৭:১, ৭, ১১-১২, ২১;৮:১; নহিমিয়া ২:১; ৫:১৪; ১৩:৬)। আর্টাজারেক্স যখন সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। তাই বলা যায় যে, তার জন্ম তারিখ ছিল খ্রী:পূ: ৪৮৪ - ৪৮৬ খ্রী:পূর্বাব্দে, বষ্টিরাণীকে রাণীর পদ থেকে অপসারিত করার কাছাকাছি সময়। সম্ভবত তিনি Amestris এর তৃতীয় পুত্র ছিলেন। Amestris নাম ইষ্টেরের সঙ্গে সনাক্ত করা যায় নি, সম্ভবত বষ্টি নামের গ্রীক অনুবাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তুলনামূলকভাবে জারেক্সেসর পরবর্তী রাজ্য শাসন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, ইষ্টেরের জীবনের পরবর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্পষ্টত বোঝা যায় ইষ্টেরের মৃত্যুর পর অথবা আনুকুল্য থেকে তার পতনের পর বষ্টিকে তার ক্ষমতাকে পুনরায় বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার পুত্রের উপর নিয়ন্ত্রনের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে আসতে সম্মত হলেন না; তাতে বাদশাহ্‌ অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো।

[13] পরে বাদশাহ্‌ কালজ্ঞ জ্ঞানীলোকদেরকে এই বিষয় বললেন; কেননা আইন ও রীতিনীতির বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পুরুষ সকলের কাছে বাদশাহ্‌র এ রকম বলবার প্রথা ছিল। [14] আর কর্শনা, শেথর, অদ্‌মাথা তর্শীশ, মেরস, মর্সনা ও মমূখন, এঁরা তাঁর কাছে ছিলেন; এই সাত জন পারস্য ও মাদিয়া দেশের কর্মকর্তা বাদশাহ্‌র সান্নিধ্যে ছিলেন এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। [15] বাদশাহ্‌ বললেন, বষ্টী রাণী নপুংসকদের দ্বারা প্রেরিত বাদশাহ্‌ জারেক্সের হুকুম মানে নি, অতএব ব্যবস্থানুসারে তার প্রতি কি কর্তব্য? [16] তখন মমূখন বাদশাহ্‌র ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাতে উত্তর করলেন, বষ্টী রাণী যে কেবল বাদশাহ্‌র কাছে অপরাধ করেছেন তা নয়, কিন্তু বাদশাহ্‌ জারেক্সের অধীন সমস্ত প্রদেশের সমস্ত কর্মকর্তাদের ও লোকের কাছে অপরাধ করেছেন। [17] কেননা রাণীর এই কাজের কথা সমস্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে রটে যাবে; সুতরাং বাদশাহ্‌ জারেক্স বষ্টী রাণীকে তাঁর সম্মুখে আসতে হুকুম করলেও তিনি আসলেন না, এই কথা শুনলে তারা নিজ নিজ স্বামীকে অবজ্ঞা করবে। [18] আর পারস্য ও মাদিয়ার যে কুলীন মহিলারা রাণীর এই কাজের সংবাদ শুনলেন, তাঁরা আজই বাদশাহ্‌র সকল কর্মকর্তাকে ঐরূপ বলবেন, তাতে অতিশয় অবমাননা ও ক্রোধ জন্মাবে। [19] যদি বাদশাহ্‌র অভিমত হয়, তবে বষ্টী বাদশাহ্‌ জারেক্সের সম্মুখে আর আসতে পারবেন না, এই বাদশাহী হুকুম আপনার শ্রীমুখ থেকে প্রকাশিত হোক এবং এর অন্যথা যেন না হয়, এজন্য এই পারসীক ও মাদীয়দের আইনের মধ্যে লেখা হোক; পরে বাদশাহ্‌ তাঁর রাজ্ঞীপদ নিয়ে তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্টা আর এক জন রাণীকে দিন। [20] বাদশাহ্‌ যে হুকুম দেবেন, তা যখন তাঁর বিরাট রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হবে, তখন সমস্ত স্ত্রীলোক ক্ষুদ্র বা মহান, নিজ নিজ স্বামীকে সম্মান করবে।

[21] এই কথা বাদশাহ্‌র ও কর্মকর্তাদের তুষ্টিকর হলে বাদশাহ্‌ মমূখনের কথানুযায়ী কাজ করলেন। [22] তিনি এক এক প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও এক এক জাতির ভাষা অনুসারে বাদশাহ্‌র অধীন সমস্ত প্রদেশে এরকম পত্র পাঠালেন, "প্রত্যেক পুরুষ নিজ নিজ বাড়িতে কর্তৃত্ব করুক ও স্বজাতীয় ভাষায় এই কথা প্রচার করুক।"

ইষ্টেরের রাণীর পদ প্রাপ্তি

২ [1] এসব ঘটনার পরে বাদশাহ্‌ জারেক্সের ক্রোধ শান্ত হলে তিনি বষ্টীকে, তাঁর কাজ ও তাঁর প্রতিকূলে যে হুকুম দেওয়া হয়েছিল তা স্মরণ করলেন। [2] তখন বাদশাহ্‌র পরিচর্যাকারী ভৃত্যেরা তাঁকে বললো, বাদশাহ্‌র জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীদের খোঁজ করা যাক। [3] বাদশাহ্‌ তাঁর রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করুন; তারা সেসব সুন্দরী যুবতী কুমারীদেরকে শূশন রাজধানীতে একত্র করে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের রক্ষক রাজ-নপুংসক হেগয়ের হাতে দিক এবং তাদের প্রসাধনী দ্রব্য দেওয়া হোক। [4] পরে বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে যে কন্যা উৎকৃষ্ট হবেন, তিনি বষ্টীর পদে রাণী হোন। তখন এই কথা বাদশাহ্‌র তুষ্টিকর হওয়াতে তিনি সেই অনুসারে করলেন।

১৬:১৪।

[১:১২] পয়দা ৩৯:১৯; ইষ্টের ২:২১; ৭:৭; মেসাল ১৯:১২।

[১:১৩] ১খান্দান ১২:৩২।

[১:১৪] উজা ৭:১৪।

[১:১৮] মেসাল ১৯:১৩; ২৭:১৫।

[১:১৯] ইষ্টের ৮:৮; দানি ৬:৮, ১২।

[১:২২] নহি ১৩:২৪।

[২:১] ইষ্টের ৭:১০।

১:১২ বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে আসতে সম্মত হলেন না। আমরা এর কারণ বলতে পারি না।

১:১৩-১৪ উযায়ের ৭:১৪ আয়াত এবং গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস উল্লেখ করেছেন যে, তাৎক্ষণিকভাবে বাদশাহ্‌কে পরামর্শ দেবার জন্য মন্ত্রী বা পরামর্শদাতারূপে সাতজন লোক ছিলেন।

১:১৯ বষ্টী বাদশাহ্‌ জারেক্সেসের সম্মুখে আর আসতে পারবেন না। বাদশাহ্‌র সামনে বষ্টিরাণী উপস্থিত হতে অসম্মত হওয়ার ফলে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি আর কখনো বাদশাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে পারবেন না। এছাড়া, এই ঘটনার পর থেকে ইষ্টেরের কিতাবে তাকে "রাণী" উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয় নি।

এর অন্যথা যেন না হয়। পারসিক আইনের অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে ৮:৮ আয়াত এবং দানিয়াল ৬:৮, ১২ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এটি কখনোই পুর্নবহাল হতে পারত না।

১:২২ স্বজাতীয় ভাষায় এই কথা প্রচার করুক। অনেক পুরুষ ভিন্ন জাতির মেয়েদের সঙ্গে মিশ্র বিবাহ বদ্ধ হয়েছিল এবং এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যেন প্রত্যেক স্বামী নিজ নিজ বাড়িতে কর্তৃত্ব করে এবং স্বজাতীয় ভাষা ব্যবহার করে (নহিমিয়া ১৩:২৩-২৫ আয়াত দেখুন)।

২:১ এই সব ঘটনার পরে। বাদশাহ্‌ জারেক্সের "রাজত্বের সপ্তম বছরে" ইষ্টেরকে বাদশাহ্‌র কাছে নেওয়া হল (১৬ আয়াত)। এই ঘটনা ঘটেছিল ৪৭৯ খ্রী:পূর্বাব্দে ডিসেম্বর মাসে অথবা ৪৭৮ খ্রী:পূর্বাব্দের জানুয়ারী মাসে।

২:২ বাদশাহ্‌র জন্য সুন্দরী যুবতী কুমারীদের খোঁজ করা। বাদশাহ্‌র হারেমে একত্রিত করার জন্য।

২:৩-৪ পয়দায়েশ ৪১:৩৪-৩৭ আয়াতে যে শব্দ নির্বাচন করা হয়েছে এই আয়াতে সেই শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই বিষয়টি এবং এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা ইঙ্গিত দেয় যে, ইষ্টের বিবরণের লেখক যোষেফের ইতিহাস লেখার পর তার লেখার আদর্শ গঠন করেন (ভূমিকা দেখুন: উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং সাহিত্য বিষয়ক বর্ণনা)। উভয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ভিন্ন জাতির সম্রাটের প্রাসাদে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে এবং একজন মহান এবং ইহুদী নায়কের উত্থানের কথা উল্লেখ রয়েছে যিনি বিশেষ উপায়ে তাদের লোকদের রক্ষা করার ব্যবস্থা (৯, ২১-২৩; ৩:৪; ৪:১৪; ৬:১, ৮-১৪; ৮:৬)।

৫ সেই সময়ে যায়ীরের পুত্র মর্দখয় নামে এক
জন ইহুদী শূশন রাজধানীতে ছিলেন। সেই
যায়ীরের পিতা শিমিয়ি, শিমিয়ির পিতা
বিন্‌ইয়ামীনীয় কীশ। ৬ ব্যাবিলনের বাদশাহ্‌
বখতে-নাসার কর্তৃক বন্দীরূপে নীত এহুদার
বাদশাহ্‌ যিকনিয়ের সঙ্গে যেসব লোক বন্দী
হয়েছিল, কীশ তাদের সঙ্গে জেরুশালেম থেকে
বন্দীরূপে নীত হয়েছিলেন। ৭ মর্দখয় তাঁর চাচার
কন্যা হদসাকে অর্থাৎ ইষ্টেরকে প্রতিপালন
করতেন; কারণ তাঁর পিতা-মাতা ছিল না। সেই
কন্যা সুন্দরী ও রূপবতী ছিলেন; তাঁর পিতা-মাতা
মারা যাবার পর মর্দখয় তাঁকে পোষ্যপুত্রী
করেছিলেন। ৮ পরে বাদশাহ্‌র ঐ কথা ও হুকুম
প্রচার হলে পর যখন শূশন রাজধানীতে হেগয়ের
কাছে অনেক কন্যা সংগৃহীত হল, তখন
ইষ্টেরকেও রাজপ্রাসাদে স্ত্রীরক্ষক হেগয়ের কাছে
নেওয়া হল। ৯ আর সেই যুবতী হেগয়ের দৃষ্টিতে
উৎকৃষ্ট হলেন ও তাঁর কাছে দয়া পেলেন এবং
তিনি তাড়াতাড়ি প্রসাধনী দ্রব্যগুলো এবং আরও
যে যে দ্রব্যের অংশ তাঁকে দিতে হয় তা দিলেন।
এছাড়া, রাজপ্রাসাদ থেকে মনোনীত সাত জন
বাঁদী তাঁকে দিলেন এবং সেই বাঁদীদের সঙ্গে
তাঁকে অন্তঃপুরের উৎকৃষ্ট স্থানে নিয়ে রাখলেন।
১০ ইষ্টের তাঁর জাতির কি গোত্রের পরিচয় দিলেন
না; কারণ মর্দখয় তা জানাতে তাঁকে বারণ
করেছিলেন। ১১ পরে ইষ্টের কেমন আছেন ও
তাঁর প্রতি কি করা হয়, তা জানবার জন্য মর্দখয়
প্রতিদিন অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের সম্মুখে ঘুরে
বেড়াতে লাগলেন।
১২ আর বারো মাস পর্যন্ত স্ত্রীলোকদের জন্য
নিয়মিত সেবা পাবার পর বাদশাহ্‌ জারেক্সের
কাছে এক এক কন্যার গমনের পালা উপস্থিত

[২:৫] ১শামু ৯:১।
[২:৬] ২বাদশা ২৪:৬, ১৫।
[২:৭] পয়দা ৪১:৪৫।
[২:৮] নহি ১:১; ইষ্টের ১:২; দানি ৮:২।
[২:৯] পয়দা ৩৭:৩; ১শামু ৯:২২-২৪; ২বাদশা :৩০; ইষ্টের ৯:১৯; ইহি ১৬:৯-১৩; দানি ১:৫।
[২:১২] মেসাল ২৭:৯; সোলায় ১:৩; ইশা ৩:২৪।

২:৫ মর্দখয় নামে এক জন ইহুদী শূশন রাজধানীতে ছিলেন। বহু কাল আগে খ্রী:পূ: ৭২২-৭২১ খ্রী:পূর্বাব্দে উত্তর রাজ্যের পতনের পর ইহুদী জাতির নির্বাসনে নিয়ে যাওয়া হয় (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৬)। খ্রী:পূ: ৫৩৯ অব্দে পারসিক বাদশাহ্‌ কাইরাস ব্যাবিলন জয় করার পর কিছু ইহুদী লোকদের ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা যেখানে নেওয়া হয় (খ্রী:পূ: ৬০৫- খ্রী:পূ:)। সম্ভব মাদীয়-পারসিক নগরের পূর্ব দিকে তাদের রাখা হয়। মাত্র ৫০০০০ জন খ্রী:পূ: ৫৩৮/৫৩৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ইসরাইলে প্রত্যাবর্তন করে (উজায়ের ২:৬৪-৬৫)। Nippur – এ (দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায়া) কিছু পুরাতন পুস্তকের নথিপত্র আবিষ্কারের দ্বারা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আর্টাজারেক্স-১ (খ্রী:পূ: ৪৬৫-খ্রী:পূ: ৪২৪) এবং দারিয়ুস–২ (খ্রী:পূ: ৪২৪-খ্রী:পূ: ৪০৫) - এর রাজত্বের সময় থেকে বিশাল সংখ্যক ইহুদী লোক মাদীয় পারসিকে অবস্থান করছিল। পুরাতন নথিপত্রে অন্তত ১০০ জন ইহুদী লোকের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা ঐ নগরে বাস করছিল। কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করছিল এবং সম্পদের মালিক হয়েছিল। এ রকম ইহুদী লোকেরা সম্ভবত অন্যান্য অনেক মাদীয়-পারসিক শহরে বসবাস করত।

মর্দখয়। এই নাম যা ব্যাবিলনীয় দেবতার নাম ‘মার্ডক’ থেকে এসেছে। ইহুদীদের দুটো নাম থাকার ভূরি ভূরি উদাহরণ কিতাবুল মোকাদ্দসে রয়েছে– একটি ইবরানী নাম এবং অপরটি “অ-ইহুদী” নাম। মর্দখয়ের সম্ভবত ইবরানী নাম ছিল, একই রকম ভাবে ইষ্টের (২:৭ আয়াত), দানিয়াল এবং তার বন্ধুদের (দানিয়াল ১:৬-৭ আয়াত), ইউসুফ (পয়দা ৪১:৪৫ আয়াত) এবং আরো অনেকের ইবরানী নাম ছিল। কিন্তু মূল কিতাবে মর্দখয়ের ইবরানী নাম উল্লেখ করা হয় নি। ব্যাবিলনের কাছে বরশিপ্পা নামক স্থানে একজন লেখক উকীর্ণ লিপিতে মাদুখয় নাম উল্লেখ করেছেন; তিনি জারেক্স এর রাজত্বের প্রথম দিকে শূশানের রাজপ্রাসাদের একজন হিসাব রক্ষক অথবা একজন মন্ত্রী ছিলেন। অনেক ব্যাখ্যাকারী সনাক্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তিই ছিলেন মর্দখয় যিনি যাইবের পুত্র, যায়ীর শিমিয়ির পুত্র এবং শিমিয়ি কীশের পুত্র। ব্যক্তির নাম বর্তমান পূর্বপুরুষের সাক্ষ্য বহন করে। (২ শামুয়েল ১৬:৫ আয়াত শিমিয়ির নাম উল্লেখ আছে। ইশাইয়া ৯:১ আয়াতে কীশের নাম উল্লেখ আছে। বাদশাহ্‌ তালুতের পরিবার ও বংশ এবং আমালেকীয়দের মধ্যে অব্যহত বিরোধের জন্য এই সম্পর্ক সংগতিপূর্ণ নয় বলে মনে হয় (৩:১-৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। যদি এই নামগুলো প্রাচীন বংশধরদের হয়ে থাকে, তাহলে “কে বন্দীরূপে নীত হয়েছিল” (৬ আয়াত) এই খণ্ডবাক্যটি মর্দখয়ের বর্তমান বয়স ১০০ বছরের ও বেশি হবে বরং কথাটি এই অর্থে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা যায় যে “কার পরিবার বন্দীরূপে নীত হয়েছিল।”

২:৬ বন্দীরূপে নীত। বন্দীরূপে নীত হয়েছিল ৫৯৭ খ্রী:পূর্ব অব্দে। এই সময় এহুদার বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের সঙ্গে আরো অনেক বেশি বন্দীরূপে নীত হয়েছিল।

২:৭ হদসা। ইষ্টেরের ইবরাণী নাম। এই নামের অর্থ হল “চির হরিৎ গুল্ম”। ইষ্টের নামটি সম্ভবত পারসিক শব্দ “ষ্টার” (Star) থেকে এসেছে যদিও কেউ কেউ মনে করেন এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ব্যাবিলনীয় দেবী Ishtar- এর নাম থেকে (ইয়ারমিয়া ৭:১৮ আয়াত দেখুন)।

২:৭ মর্দখয় তাঁকে পোষ্যপুত্রী করেছিলেন। মর্দখয় ইষ্টেরকে প্রতিপালন করতেন। মর্দখয় কিংবা ইষ্টের বন্দীরূপে নীত হয়েছিলেন কিনা তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় (তুলনা করুন ২ শামু ১১:৪)।

২:৯ যে যে দ্রব্যের অংশ তাঁকে দিতে হয় তা দিলেন। বিশেষ খাদ্য। দানিয়াল ও তার বন্ধুদের ক্ষেত্রে এটি ছিল নিষিদ্ধ বিষয় (দানিয়াল ১:৫-১০)। ইষ্টের শরীয়ত অনুযায়ী খাদ্য দ্রব্যের বিধি-নিষেধ পালন করতে পারেন নি, সম্ভবত। তার ইহুদী পরিচয়কে গোপন করার জন্য তাকে এই কাজ করতে হয়েছিল (১০,২০ আয়াত)। এই রকম অংশ প্রদান করা ছিল বিশেষ দয়ার কাজের চিহ্ন (১ শামু। ৯:২২-২৪; ২ বাদশাহ্‌ ২৫:২৯-৩০; দানিয়াল ১:৫-১০; নেতিবাচকভাবে, ইয়ারমিয়া ১৩:২৫); ইউসুফের বিবরণের পয়দায়েশ ৪৩:৩৪ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন, এবং তুলনা করুন। অংশ দেওয়ার বিষয়টি পরবর্তী কালে পুরীম উৎসব পালনের সময় কাজে পরিণত করা হয় (৯:১৯, ২২ আয়াত)।

২:১০ ইষ্টের তাঁর জাতির কি গোত্রের পরিচয় দিলেন না। ইষ্টেরের পরিচয় গোপন রাখার বিষয়টি দুই স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে– এই আয়াতে এবং ২০ আয়াতে।

হত; যেহেতু তাদের সৌন্দর্যচর্চায় দীর্ঘ দিন
লাগতো, বস্তুত ছয় মাস গন্ধরসের তেল, ছয়
মাস সুগন্ধি ও স্ত্রীলোকের প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহৃত
হত; [13] আর বাদশাহ্‌র কাছে যেতে হলে প্রত্যেক
যুবতীর জন্য এই নিয়ম ছিল; সে যে কোন দ্রব্য
চাইত, তা অন্তঃপুর থেকে রাজপ্রাসাদে গমনের
সময়ে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে তাকে দেওয়া
যেত। [14] সে সন্ধ্যাবেলা যেত ও খুব ভোরে
উপপত্নীদের রক্ষক রাজ-নপুংসক শাশ্‌গসের
কাছে দ্বিতীয় অন্তঃপুরে ফিরে আসত; বাদশাহ্‌
তার উপরে খুশি হয়ে তার নাম ধরে না ডাকলে
সে বাদশাহ্‌র কাছে আর যেত না।
[15] পরে মর্দখয় তাঁর চাচা অবীহয়িলের যে
কন্যাকে পোষ্যপুত্রী করেছিলেন, যখন বাদশাহ্‌র
কাছে সেই ইষ্টেরের যাবার পালা হল, তখন তিনি
কিছুই চাইলেন না, কেবল স্ত্রীলোকদের রক্ষক
রাজ-নপুংসক হেগয় যা যা নির্ধারণ করলেন,
তা-ই মাত্র সঙ্গে নিলেন; আর যে কেউ ইষ্টেরের
প্রতি দৃষ্টিপাত করতো, সে তাঁকে দয়া করতো।
[16] বাদশাহ্‌র রাজত্বের সপ্তম বছরের দশম মাসে
অর্থাৎ টেবেৎ মাসে ইষ্টেরকে বাদশাহ্‌ জারেক্সের
কাছে রাজপ্রাসাদে নেওয়া হল। [17] আর বাদশাহ্‌
অন্য সকল স্ত্রীলোকের চেয়ে ইষ্টেরকে বেশি
ভালবাসলেন এবং অন্য সকল কুমারীর চেয়ে
তিনিই বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও দয়া লাভ

[২:১৪] ১বাদশা ১১:৩; সোলায় ৬:৮; দানি ৫:২।

[২:১৫] পয়দা ১৮:৩; ৩০:২৭; ইষ্টের ৫:৮; ৭:৩; ৮:৫।

[২:১৭] ইহি ১৬:৯-১৩।

[২:১৮] ১বাদশা ৩:১৫।

[২:১৮] ইষ্টের ১:৭।
[২:১৯] ইষ্টের ৪:২; ৫:১৩।

[২:২১] পয়দা ৪০:২।

[২:২৩] পয়দা ৪০:১৯; দ্বি:বি ২১:২২-২৩; জবুর ৭:১৪-১৬; মেসাল ২৬:২৭; হেদা ১০:৮।

করলেন; অতএব বাদশাহ্‌ তাঁরই মাথায় রাজ-
মুকুট দিয়ে বষ্টীর পদে তাঁকে রাণী করলেন।
[18] পরে বাদশাহ্‌ তাঁর সমস্ত কর্মকর্তা ও
গোলামদের জন্য ইষ্টেরের সম্মানার্থে ভোজ বলে
মহাভোজ প্রস্তুত করলেন এবং সকল প্রদেশের
কর মার্জনা করলেন ও নিজের রাজকীয় উদারতা
অনুসারে দান করলেন।

মর্দখয় ষড়যন্ত্রের কথা জানলেন

[19] দ্বিতীয় বার কুমারী সংগ্রহের সময়ে মর্দখয়
রাজদ্বারে বসতেন। [20] তখনও ইষ্টের মর্দখয়ের
হুকুম অনুসারে তাঁর গোত্রের বা জাতির পরিচয়
দেন নি; কারণ ইষ্টের মর্দখয়ের কাছে
প্রতিপালিত হবার সময়ে যেমন করতেন, তখনও
তেমনি তাঁর হুকুম পালন করতেন। [21] সেই
সময়ে অর্থাৎ যখন মর্দখয় রাজদ্বারে বসতেন,
তখন দ্বারপালদের মধ্যে বিগ্‌থন ও তেরশ নামে
রাজপ্রাসাদের দু'জন নপুংসক ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশাহ্‌
জারেক্সকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলো।
[22] কিন্তু সেই বিষয় মর্দখয় জানতে পেরে তিনি
ইষ্টের রাণীকে তা জানালেন; এবং ইষ্টের
মর্দখয়ের নাম করে বাদশাহ্‌কে তা বললেন।
[23] তাতে অনুসন্ধানে সেই কথা প্রমাণিত হলে ঐ
দুই জনকে গাছে ফাঁসি দেওয়া হল এবং সেই
কথা বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে ইতিহাস-পুস্তকে লেখা
হল।

২:১৪ অন্তঃপুরে ফিরে আসত। উপপত্নীদের কক্ষে।

২:১৬ সপ্তম বছরের দশম মাসে। ডিসেম্বর, খ্রী:পূ: ৪৭৯ অথবা জানুয়ারী খ্রী:পূ: ৪৭৮ (১:৩-৪; ২:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। কিতাবে উল্লেখিত এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ইষ্টের রাণী রূপে বহাল হন এবং তা ৪৭৩ খ্রী:পূর্বাব্দ থেকে আরম্ভ হয় (৩:৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; এছাড়া ৮:৯-১৩; ৯:১ আয়াত দেখুন)। এরপর হয়তো তিনি আকস্মিক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন অথবা আনুকুল্য থেকে তার দ্রুত পতন ঘটে (১:৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২:১৮ ইষ্টেরের সম্মানার্থে ভোজ বলে মহাভোজ প্রস্তুত করলেন। আনন্দের দিন। হিব্রু শব্দের কারণে এই আয়াতকে অসাধারণত্ব এনে দিয়েছেন, কর মওকুফের অর্থ প্রকাশ করা হতে পারে, গোলামী থেকে স্বাধীন হওয়ার অর্থ প্রকাশ করা হতে পারে, ঋণ বিলোপ করা অথবা বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বিভাগে কাজ করা থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

২:১৯ ভূমিকা দেখুন: উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং সাহিত্য বিষয়ক ফিচার। অন্তঃপুরের বা হেরেমের বর্ধিতকরণ স্পষ্টত অপ্রকাশিতভাবে অব্যহত ছিল। সম্ভত মহিলাদের দ্বিতীয় সমাবেশের কারণে এবং বাদশাহ্‌কে হত্যা করার পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাবার কারণে (২১-২৩ আয়াত); কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি ছিল বষ্টী রাণীর পদচ্যুতির ফলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন।

রাজদ্বার। প্রচীন নগররের প্রবেশদ্বার ছিল এর প্রধান বানিজ্যিক এবং বৈধ কেন্দ্র। প্রবেশ দ্বারের মধ্যে বাজার বসতো; বিচারিক কার্য নির্বাহের জন্য এখানে আদালত বসতো (দ্বি:বি: ২১:১৮-২০; ইউসা ২০:৪; রূত ৪:১-১১; জবুর ৬৯:১২)। একজন বাদশাহ্‌ নগরের প্রবেশদ্বারে জনগণের সামনে বসতেন। (২ শামু ১৯:৮; ১ বাদশাহ্‌ ২২:১০)। দানিয়াল রাজদরবারের থেকে সমস্ত লোকদের শাসন করতেন (দানিয়াল ২:৪৮-৪৯)। সম্রাটের জনগণের সেবামূলক কাজের উচ্চপদ ধরে রাখার জন্য মর্দখয় রাজদ্বারে বসতেন (৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। এই সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে তার বাদশাহ্‌কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা আড়ি পেতে শোনার সুযোগ হয়েছিল।

২:২১-২৩ ইউসুফের বিবরণের সঙ্গে তুলনীয় অপর বিষয় হল দু'জন রাজকর্মচারীর অন্তর্ভুক্তি (পয়দা ৪০:১-৩; ৩-৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

২:২৩ গাছে ফাঁসি দেওয়া হল। বিচারের প্রাণদণ্ডের রায় কার্যকর করার পারসিক রীতি চিত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে (৩.১২৫, ১২৯; ৪.৪৩)। হেরোডোটাসের বিবরণ অনুযায়ী (৩.১৫৯) দারিয়ুস-১ যখন ব্যাবিলন দখল করেন তখন ৩০০০ ব্যাবিলনীয়কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হয়েছিল, আর এই কাজের বিবরণ স্বয়ং দারিয়ুস তার Behistun (Bisitun) উকীর্ণলিপিতে লিপিবদ্ধ করেন। ইহুদী এবং কেনানীয় রীতি ছিল, ফাঁসি কাষ্ঠে প্রদর্শন করা, তবে লাশ সন্ধ্যার পর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকত না (দ্বি:বি: ২১:২২-২৩; ইউসা ৮:২৯; ১০:২৬; ১ শামু ৩১:৮-১০; ২ শামু ৪:১২)। হামনের প্রজাদের তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাদের পুত্রদের ফাঁসি কাষ্ঠে টাঙ্গান হয়েছিল (৯:৫-১৪)। ইউসুফের বিবরণে ফেরাউনের প্রধান খাদ্য প্রস্তুতকারকে একইভাবে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল (পয়দা ৪০:১৯)।

মর্দখয়

মর্দখয় ছিলেন বিন্‌ইয়ামীন বংশীয় যায়ীরের পুত্র, তিনি পারসিয়ার রাজধানী সুসার অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর এতিম চাচাতো বোন হদসাকে (ইষ্টের) নিজের মেয়ের মত প্রতিপালন করেন। ইষ্টেরকে যখন বাদশাহ্‌র রাজবাড়ির হারেমে এনে বষ্টীর পরিবর্তে রাণী করা হয়, তখন মর্দখয়কে পদোন্নতিস্বরূপ বাদশাহ্‌র রাজবাড়ির দ্বার-রক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করা হয় (ইষ্টের ২:২১)। একদিন তিনি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় বাদশাহ্ জারেক্সেসকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতে পারেন এবং বাদশাহ্‌র প্রতি তাঁর এই সেবার কাজ বাদশাহ্‌র সামনেই ইতিহাস বইতে লেখা হয়। অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামানকে বাদশাহ্ জারেক্সেস রাজ্যের অন্যান্য কর্মকর্তাদের চেয়ে উঁচু পদ দিয়ে সম্মানিত করেন। রাজবাড়ির দরজায় থাকা কর্মচারীরা হাঁটু পেতে হামানকে সম্মান দেখাত, কিন্তু মর্দখয় তার প্রতি তা কখনোই করতেন না; এতে হামান দারুনভাবে অপমানিত হয় এবং সে মর্দখয়সহ পারস্য থেকে সমস্ত বনি-ইসরাইলদের একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে এবং কৌশলে বাদশাহ্‌র অনুমতি নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য তৈরি হয় (ইষ্টের ৩:৮-১৫)। এই নিষ্ঠুর সংবাদ খুব শীঘ্র মর্দখয়ের কাছে পৌছায় এবং তিনি এই বিষয়ে রাণী ইষ্টেরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ইষ্টেরের সাহস এবং দৃঢ় হস্তক্ষেপে হামানের পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ভেস্তে যায়। ইহুদীরা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। মর্দখয়কে উঁচু পদে উন্নীত করা হয় এবং যে মঞ্চ মর্দখয়কে ফাঁসি দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেই মঞ্চে হামানকে ফাঁসি দেওয়া হয় (ইষ্টের ৬:২-১৪; ৭:১-১০)। তাদের উদ্ধারের স্মরণার্থে ইহুদীরা আজও সেই দিনটি পূরীম ঈদ বা উদ্ধারের দিন হিসেবে পালন করে আসছে (ইষ্টের ৯:২৬-৩২)।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তা তিনি ধরিয়ে দিয়েছিলেন।
- তাঁর চাচাতো বোনকে দত্তক নিয়ে নিজের মেয়ের মত প্রতিপালন করেছেন।
- কাইরাসের অধীনে হামনের পদ পেয়ে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পদ লাভ করেছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আমাদের যে সুযোগ থাকতে পারতো, তারচেয়ে আমাদের হাতে যে সুযোগ আছে তা ব্যবহার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- আমাদের জীবনে যে ঘটনা আছে তা ফেলে দিয়ে আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করতে পারি।
- কোন ভাল কাজ করার জন্য যে পুরস্কার তা হয়তো দেরীতে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা যে পাবই তা আল্লাহ্ কর্তৃক নিশ্চিত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** শূশা, পারসিকের অনেকগুলো রাজধানীর মধ্যে একটি
- **কাজ:** ইহুদীদের একজন কর্মকর্তা যিনি সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় পদ লাভ করেছিলেন
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: যায়ীর, দত্তক-কন্যা ইষ্টের
- **সমসাময়িক:** কাইরাস, হামন

মূল আয়াত: "বস্তুতঃ এই ইহুদী মর্দখয় অহশ্বেরশ বাদশাহ্‌র প্রধান মন্ত্রী এবং ইহুদীদের মধ্যে মহান, তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রিয়পাত্র ও স্বজাতীয় লোকদের হিতৈষী এবং তাঁর সমস্ত বংশের পক্ষে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন" (১০:৩)।

মর্দখয়ের কাহিনী কিতাবুল মোকাদ্দসের ইষ্টের কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইহুদীদের ধ্বংসের জন্য হামানের ষড়যন্ত্র

৩ ১ ঐ সমস্ত ঘটনার পরে বাদশাহ্‌ জারেক্স
অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামনকে উন্নত
করলেন, উঁচু পদ দিলেন এবং তার সঙ্গী সমস্ত
কর্মকর্তার চেয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন।
২ তাতে বাদশাহ্‌র যে গোলামেরা রাজদ্বারে
থাকতো, তারা সকলে হামনের কাছে নত হয়ে
সালাম করতে লাগল, কারণ বাদশাহ্‌ তার সম্বন্ধে
সেরকম হুকুম করেছিলেন; কিন্তু মর্দখয় নতও
হতেন না, সালামও করতেন না। ৩ তাতে
বাদশাহ্‌র যে গোলামেরা রাজদ্বারে থাকতো, তারা
মর্দখয়কে বললো, তুমি বাদশাহ্‌র হুকুম কেন
লঙ্ঘন করছো? ৪ এভাবে তারা প্রতিদিন তাঁকে
বলতো, তবুও তিনি তাদের কথা শুনতেন না।
তাতে মর্দখয়ের কথা স্থির থাকে কি না, তা জানবার
ইচ্ছাতে তারা হামনকে তা জানালো; কেননা
মর্দখয় যে ইহুদী, এই কথা তিনি তাদেরকে
বলেছিলেন। ৫ আর হামন যখন দেখলো যে,
মর্দখয় তার কাছে নত হয়ে ভূমিতে উবুড় হয়ে
সালাম করে না, তখন সে ক্রোধে পরিপূর্ণ হল।
৬ কিন্তু সে কেবল মর্দখয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করা
লঘু বিষয় মনে করলো; বরং মর্দখয়ের জাতি
অবগত হওয়াতে সে বাদশাহ্‌ জারেক্সের সমস্ত
রাজ্যে সমস্ত ইহুদীকে মর্দখয়ের জাতি বলে
বিনষ্ট করতে চেষ্টা করলো।
৭ আর সেই বিষয়ে বাদশাহ্‌ জারেক্সের বারো
বছরের প্রথম মাসে অর্থাৎ নীষণ মাসে হামনের
সাক্ষাতে ক্রমাগত প্রত্যেক দিনে ও প্রত্যেক
মাসে অদর নামক বারো মাস পর্যন্ত পূর অর্থাৎ
গুলিবাঁট করা হল। ৮ পরে হামন বাদশাহ্‌
জারেক্সকে বললো, আপনার রাজ্যের সমস্ত
প্রদেশের জাতিদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত অথচ
পৃথক্‌কৃত এক জাতি আছে; অন্য সকল জাতির
নিয়ম থেকে তাদের নিয়ম ভিন্ন এবং তারা
বাদশাহ্‌র আইন পালন করে না; অতএব
তাদেরকে থাকতে দেওয়া বাদশাহ্‌র পক্ষে ভাল

[৩:১] হিজ ১৭:৮-১৬; শুমারী ২৪:৭; দ্বি:বি ২৫:১৭-১৯; ১শামু ১৪:৪৮।
[৩:৩] ইষ্টের ৫:৯; দানি ৩:১২।
[৩:৪] পয়দা ৩৯:১০।
[৩:৫] ইষ্টের ২:২১।
[৩:৬] মেসাল ১৬:২৫।
[৩:৭] লেবীয় ১৬:৮; ১শামু ১০:২১।
[৩:৮] ইয়ার ২৯:৭; দানি ৬:১৩।

ইতিহাস-পুস্তক। এই ঘটনার বাগ্মীতা-সংক্রান্ত সাদৃশ্যের সঙ্গে ইষ্টেরের লেখকের সংশ্লিষ্টতা এই বিবরণের এই আয়াতে এবং মাঝামাঝি (৬:১) এবং শেষে (১০:২) উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনার বিগথন ও তেরশের ষড়যন্ত্রের বিষয়টি কিতাবে "ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার" চমৎকার উদাহরণ, যা ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে, এটি আল্লাহ্‌র সময়োচিত যত্নশীলতার বিষয়টি দেখায় (৬:২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৩:১ এই সমস্ত ঘটনার পর। ইষ্টের রাণী মনোনীত হবার পর চার বছর অতিবাহিত হল (৭ আয়াত; ২:১৬-১৭)।

অগাগীয় হম্মদাথার পুত্র হামন। হামনের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে কিছু বিতর্ক রয়েছে। "আগাগী" এই উপাধী বা নামটি বর্তমান পূর্বপুরুষের বিষয় নির্দেশ করতে পারে অথবা অজনা কোন স্থানকে নির্দেশ করতে পারে। তবে আরো বেশি সম্ভবনা রয়েছে যে, এটি অমালেকের বাদশাহ্‌ অগাগকে নির্দেশ করে (১ শামু ১৫:২০)। ইসরাইল জাতি মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসার পর অমালেক ইসরাইলদের আক্রমণ করে (হিজরত ১৭:৮-১৬; ১ শামু ১৫:২); এই কারণে "পুরুষানুক্রমে অমালোকের সঙ্গে মাবুদের যুদ্ধ হবে" (হিজরত ১৭:১৬); ইসরাইল যেন অবশ্যই এই কথা ভুলে না যায় যে, "অসমানের নিচ থেকে অমালোকের নাম লোপ পাবে" (দ্বি:বি: ২৫:১৯)। তালুতের অমালেকীয়দের আক্রমণের (১ শামু ১৫ অধ্যায়) ফলে অধিকাংশ লোক মারা যায় নি (১ খান্দান ৪:৪২-৪৩); পরে অবশ্য বাদশাহ্‌ অগাগের লোক এবং স্বয়ং অগাগকে হত্যা করা হয়। অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে বিন্‌ইয়ামীনীয় তালুতের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার শত শত বছর পরে বিন্‌ইয়ামীনীয় মর্দখয়ও (২:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যহত রেখেছিলেন।

শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। বাস্তবতা হল এই যে, হামানের উন্নতি এবং তাকে মহান করার আয়োজন মর্দখয়ের অপুরস্কৃত কৃতিত্ব (২:২১-২৩; ৬:৩ আয়াত দেখুন) এবং হামনের অনুপযুক্ত পুরস্কারের মধ্যে পরিহাসমূলক বৈষম্যের কোন কারণ দেখানো হয় নি।

৩:২-৬ হামনকে নত হয়ে সালাম না করার বিষয়টি মর্দখয়ের দ্বিতীয় বিশেষ হুকুম (হিজরত ২০:৪-৫) পালন করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না; কারণ ইসরাইলদের মধ্যে বাদশাহ্‌কে নত হয়ে সালাম করার নিয়ম ছিল (১ শামু ২৪:৮; ২ শামু ১৪:৪; ১ বাদশাহ্‌ ১:১৬) এবং একইভাবে অন্য ব্যক্তিদেরকেও নত হয়ে সালাম করার প্রথা ছিল (পয়দা ২৩:৭; ২৩:৩; ৪৪:১৪)। দীর্ঘকাল ব্যাপী ইসরাইলীয়দের সঙ্গে অমালেকীয়দের শত্রুতা এবং সমস্ত ইহুদীদের ধ্বংস করার হামনের অভিপ্রায় (৫:৬ আয়াত) এই উভয় বিষয়ের জন্য মর্দখয় হামনকে নত হয়ে সালাম করেন নি। "সমস্ত রাজ্যের" সমস্ত ইহুদীর বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন (৬ আয়াত) ছিল প্রকৃতপক্ষে মুক্তির ইতিহাসের বিষয়ের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন করা।

৩:৪ এভাবে তারা প্রতিদিন তাঁকে বলতো, তবুও তিনি তাদের কথা শুনতেন না। এই আয়াতের শব্দ নির্বাচন ইউসুফের ঘটনার শব্দ নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা করুন (পয়দা ৩৯:১০)।

৩:৭ বারো বছরের প্রথম মাসে। খ্রী:পূ: ৪৭৪, এপ্রিল অথবা মে, ইষ্টেরের রাজত্বের পঞ্চম বছর। ৯:২৪, ২৬ আয়াত দেখুন। এই শব্দটি আক্কাদীয় পুস্তকে পাওয়া যায়, এর অর্থ হল "গুলিবাট" (এই আয়াতে উল্লেখিত অর্থের মত)। পূরীম নামে ঈদের নামটি এবং বিশেষ্য পদের বহুবচন থেকে নেওয়া হয়েছে (৯:২৬ আয়াত)। এখানে যে পরিহাসমূলক ঘটনা রয়েছে তা হল যে মাসে ইহুদীরা মিসরের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া স্মরণ করে ঈদুল-ফেসাখ ঈদ পালন করতো ঠিক সেই মাসেই হামন তাদের বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছিল (হিজরত ১২:২-১১)। বাদশাহ্‌র অধ্যাদেশ নিশ্চিত করা এবং অদর মাসের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পাদন করার জন্য এগারো মাস (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়েছিল।

৩:৮ নির্দিষ্ট কিছু লোক। লোকদের নাম মুছে ফেলার পরিকল্পনায় হামোন সত্য এবং মিথ্যামিশ্রিত করেছিল। ইহুদীদের তাদের নিজস্ব কৃষ্টি এবং শরীয়ত ছিল এবং সেই অনুযায়ী তারা জীবন যাপন করত, কিন্তু তারা বাদশাহ্‌র আইন অমান্য করে নি (ইয়ার ২৯:৭)।

বিক্ষিপ্ত। ৮:১১, ১৭; ৯:২, ১২, ১৬, ১৯-২০, ২৮ আয়াত দেখুন।

BACIB
International Bible
CHURCH

হবে না। ৯ যদি বাদশাহ্‌র অভিমত হয়, তবে
তাদেরকে বিনষ্ট করতে লেখা যাক; তাতে আমি
রাজ-ভাণ্ডারে রাখার জন্য কার্যকারী লোকদের
হাতে দশ হাজার তালন্ত রূপা দেব। ১০ তখন
বাদশাহ্‌ তাঁর হাত থেকে আংটি খুলে ইহুদীদের
দুশমন অগাগীয় হম্মদাথর পুত্র হামনকে দিলেন।
১১ আর বাদশাহ্‌ হামনকে বললেন, সেই রূপা ও
সেই জাতি তোমাকে দেওয়া হল, তুমি তাদের
প্রতি যা ভাল বোঝ, তা-ই কর।
১২ পরে প্রথম মাসের ত্রয়োদশ দিনে
রাজলেখকদের ডাকা হল; সেদিন হামনের সমস্ত
হুকুম অনুসারে বাদশাহ্‌র নিযুক্ত প্রদেশপাল
সকলের ও প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্তাদের
এবং প্রত্যেক জাতির কর্মকর্তাদের কাছে, প্রত্যেক
প্রদেশের অক্ষর ও প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে
পত্র লেখা হল, তা বাদশাহ্‌ জারেক্সের নামে
লেখা ও বাদশাহ্‌র আংটি দিয়ে সীলমোহর করা
হল। ১৩ আর পত্র-বাহকদের দ্বারা বাদশাহ্‌র
অধীন সমস্ত প্রদেশে সেই পত্র প্রেরিত হল যে,
এক দিনে অর্থাৎ অদর নামক বারো মাসের
ত্রয়োদশ দিনে যুবা ও বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রীসুদ্ধ সমস্ত
ইহুদী লোককে সংহার, হত্যা ও বিনাশ এবং
তাদের দ্রব্য লুট করতে হবে। ১৪ সেই হুকুম যেন
প্রত্যেক প্রদেশে দেওয়া হয়, এজন্য সেই পত্রের
একটি অনুলিপি সকল জাতির কাছে প্রচারিত

[৩:৯] ইষ্টের ৭:৪।
[৩:১০] পয়দা ৪১:৪২।
[৩:১২] নহি ১৩:২৪।
[৩:১৩] ১শামু ১৫:৩; উজা ৪:৬।
[৩:১৪] ইষ্টের ৮:৮; ৯:১।
[৩:১৫] ইষ্টের ৮:১৪।
[৪:১] ২শামু ১৩:১৯; ইহি ২৭:৩০-৩১।
[৪:২] ইষ্টের ২:১৯।

হল, যাতে সেই দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হয়।
১৫ ধাবকেরা বাদশাহ্‌র হুকুম পেয়ে দ্রুত বাইরে
গেল; এবং সেই হুকুম শূশন রাজধানীতে
প্রচারিত হল; পরে বাদশাহ্‌ ও হামন পান করতে
বসলেন, কিন্তু শূশন নগরে ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি
হল।

বাদশাহ্‌র কাছে রাণী ইষ্টেরের প্রার্থনা

৪ ১ পরে মর্দখয় এসব ব্যাপার জানতে পেরে
নিজের কাপড় ছিঁড়লেন এবং চট পরে ও
ভস্ম লেপন করে নগরের মধ্যে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে
ভীষণভাবে কাঁদতে লাগলেন। ২ পরে তিনি
রাজদ্বারের সম্মুখে পর্যন্ত আসলেন, কিন্তু চট পরে
রাজদ্বারে প্রবেশ করার উপায় ছিল না। ৩ আর
প্রত্যেক প্রদেশের যে কোন স্থানে বাদশাহ্‌র
ডিক্রি ও হুকুম উপস্থিত হল, সেই স্থানে
ইহুদীদের মধ্যে মহাশোক, রোজা, কান্নাকাটি ও
মাতম হল এবং অনেকে চটে ও ভস্মে বিছানা
পাতল।
৪ পরে ইষ্টেরের বাঁদীরা ও নপুংসকেরা এসে
ঐ কথা তাঁকে জানালো; তাতে রাণী অতিশয়
মনোকষ্ট পেলেন; এবং মর্দখয়কে চট পরিত্যাগ
ও পোশাক পরাবার জন্য পোশাক প্রেরণ
করলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না।
৫ তখন ইষ্টের তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত রাজ-
নপুংসক হথককে ডেকে, কি হয়েছে ও কেন

৩:৯ দশ হাজার তালন্ত। হেরোডোটাস (৩:৯৫) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, একজন পারসিক বাদশাহ্‌র বার্ষিক আয় ছিল ১৫,০০০ তালন্ত। যদি এই সংখ্যা সঠিক হয় তা হলে হামোন ঐ পরিমানের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান করেছিল– একটি অংক। অনুমান করা হয় যে, বিপক্ষদের সম্পদ লুট করার প্রাপ্ত আদেশ দ্বারা লুট করা সম্পদ ছিল এই সব। ১৩ আয়াতে ইঙ্গিত দেয় যে, যারা এই হত্যাকাণ্ডের কাজে অংশগ্রহণ করবে তাদের এই লুটের তালন্ত দেবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, তবে সম্ভবত জারেক্সের আদেশ কার্যকর করে ইহুদী জাতিকে বিনষ্ট করার জন্য হামোন যে অর্থ যুক্ত করেছিল, বাদশাহ্‌ জারেক্স তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন (১১ আয়াত)। অপর দিকে, ৪:৭ আয়াত এই ইঙ্গিত দেয় যে, বাদশাহ্‌ কিছু অর্থ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছিল (৭:৪ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

বাদশাহ্‌র কার্যকারী লোক। এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা হয়তো রাজস্ব কর্মকর্তাদের উপাধীকে বুঝানো হয়েছে যারা রাজ ভাণ্ডারে অর্থ নিয়ে আসত। অথবা এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা তাদের বুঝানো হয়েছে যারা বাদশাহ্‌র আদেশ সম্পাদন করতো। আমালেকীয়রা একবার ইসরাইলদের সম্পদ লুট করেছিল (১ শামু ১৪:৪৮); হামোন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির পরিকল্পনা করেছিল।

৩:১০ আংটি খুলে ... হামনকে দিলেন। বাদশাহ্‌র কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে হামোন রাজকীয় আদেশনামা লিখে তাতে বাদশাহ্‌র আংটি দিয়ে সীলমোহর করলো (১২ আয়াত)।

ইহুদীদের দুশমন। হামোন সম্পর্কে যে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তা পরে এই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে (৮:১; ৯:১০; এছাড়া তুলনা করুন ৭:৬; ৯:২৪)।

৩:১২ প্রথম মাসের এয়োদশ দিনে। জারেক্সের রাজত্বের ১২ বছরে (৭ আয়াত) এটি ছিল ১৭ই এপ্রিল, ৪৭৪ খ্রী:পূর্বাব্দ।

৩:১৩ ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামানের আইনের আদেশ কার্যত। একই রকম বিনাশ, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ ছিল যা অনেক আগে আমালেকের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়েছিল (১ শামু ১৫:৩)।

বার মাসের এয়োদশ দিন। ৭ মার্চ ৪৭৩ খ্রী:পূর্বাব্দ। (৮:১২ আয়াত দেখুন)।

৩:১৫ এই গল্পে উল্লেখ করা রয়েছে যে, হামোন এবং বাদশাহ্‌ পূনরায় একসঙ্গে বসে পান করবে, যখন ইহুদীদের ভাগ্য সম্পর্কে আর এক বার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (৭:১-২), কিন্তু তখন তারা তাদের বিরুদ্ধে ধ্বংস বিনাশ এবং মৃত্যুর ডিক্রির সম্পূর্ণ বিপরিত অবস্থার অনুষ্ঠান করবে। এখানের এই অনুষ্ঠান ইহুদীদের রোজা রাখা কাটাকাটি ও মাতনের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল (৪:১-৩, ১৬)।

৪:২ রাজদ্বার। ২:১৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৪:৩ মহাশোক, রোজা, কান্নাকাটি ও মাতম হল। ৩:১৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। ইষ্টেরের কিতাবে উল্লেখিত সর্বত্র প্রসিদ্ধ ভোজের মধ্যে দ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য রোজা রাখার বিষয় এই আয়াতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যুগল রোজা যুগল প্রসিদ্ধ ভোজের সমকক্ষ হয়েছে। এছাড়া ৯:৩১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। তুলনা করুন যোয়েল ১:১৪ আয়াতের সঙ্গে।

৪:৫-১৫ হথকের মাধ্যমে ইষ্টের এবং মর্দখয়ের মধ্যে কথা বার্তা সম্পন্ন হওয়ার পর মর্দখয়কে চট পরে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল (২ আয়াত)।

হয়েছে, তা জানবার জন্য মর্দখয়ের কাছে যেতে
হুকুম করলেন। ৬ পরে হথক রাজদ্বারের সম্মুখস্থ
নগরের চকে মর্দখয়ের কাছে গেলেন। ৭ তাতে
মর্দখয় তাঁর প্রতি যা যা ঘটেছে এবং ইহুদীদেরকে
বিনষ্ট করার জন্য হামন যে পরিমাণ রূপা রাজ-
ভাণ্ডারে দিতে ওয়াদা করেছে, তা তাঁকে
জানালেন। ৮ আর তাদের বিনাশ করবার জন্য
যে হুকুম-পত্র শূশনে দেওয়া হয়েছে, তার
একখানি অনুলিপি তাঁকে দিয়ে ইষ্টেরকে তা
দেখাতে ও বুঝাতে বললেন এবং তিনি যেন
বাদশাহ্‌র কাছে প্রবেশ করে তাঁর কাছে ফরিয়াদ
ও স্বজাতির জন্য অনুরোধ করেন, এমন হুকুম
করলেন।
৯ পরে হথক এসে মর্দখয়ের কথা ইষ্টেরকে
জানালেন। ১০ তখন ইষ্টের হথককে এই কথা
বলে মর্দখয়ের কাছে যেতে হুকুম করলেন,
১১ বাদশাহ্‌র গোলামেরা ও বাদশাহ্‌র অধীন
প্রদেশগুলোর লোকেরা সকলেই জানে, কোন
পুরুষ বা স্ত্রীলোক বাদশাহ্‌র ডাক না পেয়ে যদি
প্রাঙ্গণে বাদশাহ্‌র কাছে যায়, তার জন্য একমাত্র
ব্যবস্থা এই যে, তার প্রাণদণ্ড হবে; কেবল যে
ব্যক্তির প্রতি বাদশাহ্‌ সোনার রাজদণ্ড বিস্তার
করেন, সে-ই মাত্র বাঁচে; আর ত্রিশ দিন যাবৎ
আমি বাদশাহ্‌র কাছে যাবার জন্য কোন ডাক
পাই নি। ১২ ইষ্টেরের এই কথা মর্দখয়কে
জানানো হল। ১৩ তখন মর্দখয় ইষ্টেরকে এই
উত্তর দিতে বললেন, সমস্ত ইহুদীর মধ্যে কেবল

[৪:৭] ইষ্টের ৭:৪।

[৪:১১] ইষ্টের ৫:১, ২; ৮:৪; জবুর ১২৫:৩।

[৪:১৪] আইউব ৩৪:২৯; জবুর ২৮:১; ৩৫:২২; হেদা ৩:৭; ইশা ৪২:১৪; ৫৭:১১; ৬২:১; ৬৪:১২; আমোস ৫:১৩।

[৪:১৬] ২খান্দান ২০:৩; ইষ্টের ৯:৩১।

[৫:১] ইহি ১৬:১৩।

[৫:২] ইষ্টের ৪:১১।

তুমি রাজপ্রাসাদে থাকাতে রক্ষা পাবে, তা মনে
করো না। ১৪ ফলে যদি তুমি এই সময়ে
সর্বতোভাবে নীরব হয়ে থাক, তবে অন্য কোন
স্থান থেকে ইহুদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটবে,
কিন্তু তুমি তোমার পিতৃকুলের সঙ্গে বিনষ্ট হবে;
আর কে জানে যে, তুমি এই রকম সময়ের
জন্যই রাণীর পদ পাও নি? ১৫ তখন ইষ্টের
মর্দখয়কে এই উত্তর দিতে হুকুম করলেন,
১৬ তুমি যাও, শূশনে উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে
একত্র কর এবং সকলে আমার জন্য রোজা রাখ,
তিন দিন, দিনে কি রাতে কিছু আহার করো না,
কিছু পানও করো না, আর আমি ও আমার
বাঁদীরাও তেমনি রোজা রাখবো; এভাবে আমি
বাদশাহ্‌র কাছে যাব, তা আইনের বিরুদ্ধে
হলেও যাব, আর যদি বিনষ্ট হতে হয়, হবো।
১৭ পরে মর্দখয় গিয়ে ইষ্টেরের সমস্ত হুকুম
অনুসারে কাজ করলেন।

রাণী ইষ্টেরের ভোজ

৫ ১ আর তৃতীয় দিনে ইষ্টের রাজপোশাক
পরে বাদশাহ্‌র বাড়ির ভিতরে প্রাঙ্গণে
বাদশাহ্‌র বাড়ির সম্মুখে দাঁড়ালেন; তখন
বাদশাহ্‌ রাজপ্রাসাদে গৃহদ্বারের সম্মুখে রাজ-
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ২ আর বাদশাহ্‌ যখন
দেখলেন যে ইষ্টের রাণী প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন,
তখন বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে ইষ্টের অনুগ্রহ পেলেন,
বাদশাহ্‌ ইষ্টেরের প্রতি তাঁর হাতে থাকা সোনার
রাজদণ্ড বাড়িয়ে দিলেন; তাতে ইষ্টের কাছে এসে

৪:৭ হামন যে পরিমাণ রূপা রাজ-ভাণ্ডারে দিতে ওয়াদা করেছে। ৩:৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। শূশানে আমলাতন্ত্রের উচ্চ পদান্বিত কথা স্মরণ করে হামোন রাজভাণ্ডারে যে বিশাল পরিমাণ অর্থ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিল মর্দখয় তা অবগত হলেন। (২:২১-২৩; এছাড়া ২:৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৪:১১ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক বাদশাহ্‌র ডাক না পেয়ে যদি প্রাঙ্গণে বাদশাহ্‌র কাছে যায়। হেরোটাস ও (৩, ১১৮, ১৪০) লিপিবদ্ধ করেছেন যে পারসিক বাদশাহ্‌র কাছ থেকে ডাক না পেয়ে যদি কেউ প্রাঙ্গনে বাদশাহ্‌ কাছে যায়, তাহলে তাকে সেই মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। কিন্তু যদি বাদশাহ্‌ তাকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমা করতেন তাহলে সে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেত।

৪:১২-১৬ ইষ্টের কিতাবের মূল বিষয়বস্তু এই অংশে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। মর্দখয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌ তাঁর উদ্দেশ্য এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবার জন্য ইহুদীদের এই বিপদ থেকে রক্ষা করার কাজ করবেন। তাদের মুক্তি আসবেই, যদিও ইষ্টেরের মাধ্যমে মুক্তির পথ খুলে যাবে। তথাপি এই সর্বময় কতৃত্ব বা ক্ষমতা অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধীয় নয়। যদি ইষ্টের তার দায়িত্ব পালন না করেন তাহলে তিনি ও তার পরিজন প্রাণ হারাবেন। আল্লাহ্‌র সর্বময় ক্ষমতা এবং মানুষের দায়িত্ব পালন এই উভয়ের মধ্যে এক সঙ্গে যোগ সূত্র থাকতে হবে, তুলনা করুন মথি ২৬:২৪; প্রেরিত ২:২৩।

৪:১৪ অন্য কোন স্থান থেকে ইহুদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটবে। কিতাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য "কোন স্থান" শব্দটি ইহুদীদের ঐতিহ্যে আল্লাহ্‌র পক্ষে একজন প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই রকম অবস্থার সময়ে, তুলনা করুন ইউসুফের ঘটনা, যা পয়দায়েশ ৪৫:৫-৭ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।

৪:১৬ রোজা। ৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। মুনাজাত, যা সাধারণত এই রকম রোজার সঙ্গে যুক্ত ছিল, মুনাজাত রোজারই একটি সম অংশ ছিল (কাজী ২০:২৬-২৭, ১ শামু ১২:১৬; উজায়ের ৮:২১-২৩; নহিমিয়া ৯:১-৩; ইশাইয়া ৫৮:৩-৪; ইয়ারমিয়া ১৪:১২; যোয়েল ১:১৪; ২:১৭; ইউনুস ৩:৭-৮ আয়াত দেখুন)। মুনাজাত কিংবা আল্লাহ্‌ সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করার জন্য লেখকের দৃঢ় সংকল্প ছিল। বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মীয় ধারণা বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ যিনি এই কাহিনীর সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল সেই বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার কৌশল।

আর যদি বিনষ্ট হতে হয়, হবো। ইষ্টেরের স্থির সিদ্ধান্তের মুহূর্তে। ইউসুফের কাহিনীর একই সূত্রের সঙ্গে তুলনা করুন (পয়দা ৪৩:১৪)।

৫:২ বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে ইষ্টের অনুগ্রহ পেলেন। আল্লাহ্‌র সময়োচিত দয়াশীলতার কাজ বাদশাহ্‌কে চালিত করেছিল, যেমন মেসাল ২১:১ আয়াতে উল্লেখ রয়েছে (এই আয়াতে

রাজদণ্ডের অগ্রভাগ স্পর্শ করলেন। ৩ পরে
বাদশাহ্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইষ্টের রাণী,
তুমি কি চাও? তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের
অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তা তোমাকে দেওয়া যাবে।
৪ জবাবে ইষ্টের বললেন, যদি বাদশাহ্‌র ভাল মনে
হয়, তবে আমি আপনার জন্য যে ভোজ প্রস্তুত
করেছি, বাদশাহ্ ও হামোন সেই ভোজে আজ
অংশ গ্রহণ করুন। ৫ তখন বাদশাহ্ বললেন,
ইষ্টেরের কথা অনুসারে যেন কাজ হয়, সেজন্য
হামোনকে ত্বরা করতে বল। পরে বাদশাহ্ ও
হামন ইষ্টেরের প্রস্তুতকৃত ভোজে গেলেন।
৬ পরে আঙ্গুর-রস সহযুক্ত ভোজের সময়ে
বাদশাহ্ ইষ্টেরকে বললেন, তোমার নিবেদন কি?
তা তোমাকে দেওয়া যাবে; তোমার অনুরোধ কি?
রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও তা সিদ্ধ হবে।
৭ ইষ্টের জবাবে বললেন, আমার নিবেদন ও
অনুরোধ এই, ৮ আমি যদি বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে
অনুগ্রহ পেয়ে থাকি এবং আমার নিবেদন গ্রাহ্য
করতে ও আমার অনুরোধ সিদ্ধ করতে যদি
বাদশাহ্‌র ভাল মনে হয়, তবে আমি আপনাদের
জন্য যা প্রস্তুত করবো, বাদশাহ্ ও হামন সেই
ভোজে অংশ গ্রহণ করুন; এবং আমি আগামী-
কাল বাদশাহ্‌র হুকুম অনুসারে মহারাজের প্রশ্নের
জবাব দেব।

মর্দখয়ের উপর হামানের ক্রোধ

৯ সেদিন হামন সুখী ও হৃষ্টচিত্ত হয়ে বাইরে
গেল, কিন্তু যখন রাজদ্বারে মর্দখয়ের দেখা পেল
এবং তিনি তার সম্মুখে উঠে দাঁড়ালেন না ও ভয়ে
কাঁপলেন না, তখন হামন মর্দখয়ের প্রতি ক্রোধে
পরিপূর্ণ হল। ১০ তবুও হামন ক্রোধ সম্বরণ
করলো এবং নিজের বাড়িতে এসে তার বন্ধুদের
ও তার স্ত্রী সেরশকে ডেকে আনাল। ১১ আর
হামন তাদের কাছে তার ঐশ্বর্যের প্রতাপ ও
সন্তান-বাহুল্যের কথা এবং বাদশাহ্ কিভাবে
সমস্ত বিষয়ে তাকে উঁচু পদ দিয়েছেন ও কিভাবে
তাকে কর্মকর্তা ও বাদশাহ্‌র গোলামদের চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন, এ সব তাদের কাছে
বর্ণনা করলো। ১২ হামন আরও বললো, ইষ্টের
রাণী তাঁর প্রস্তুত ভোজে বাদশাহ্‌র সঙ্গে আর
কাউকেও আনান নি, কেবল আমাকেই
আনিয়েছিলেন; আগামীকালও আমি বাদশাহ্‌র
সঙ্গে তাঁর কাছে দাওয়াত পেয়েছি। ১৩ কিন্তু যে
পর্যন্ত আমি রাজদ্বারে উপবিষ্ট ইহুদী মর্দখয়কে
দেখতে পাই, সেই পর্যন্ত এ সমস্তেও আমার
শান্তি বোধ হয় না।
১৪ তখন তার স্ত্রী সেরশ ও সমস্ত বন্ধু তাকে
বললো, তুমি পঞ্চাশ হাত উঁচু একটি ফাঁসি কাঠ
প্রস্তুত করাও; আর মর্দখয়কে তার উপরে ফাঁসি
দেবার জন্য আগামীকাল খুব ভোরে বাদশাহ্‌র
কাছে নিবেদন কর; পরে খুশি মনে বাদশাহ্‌র
সঙ্গে ভোজে যাও। তখন হামন এই কথায় তুষ্ট
হয়ে সেই ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করাল।

মর্দখয়ের সম্মান প্রাপ্তি

৬ ১ সেই রাতে বাদশাহ্ ঘুমাতে পারছিলেন
না, আর তিনি স্মরণীয় ইতিহাস কিতাব
আনতে হুকুম করলেন; পরে বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে

[৫:৩] ইষ্টের ৭:২; দানি ৫:১৬; মার্ক ৬:২৩।
[৫:৬] দানি ৫:১৬; মার্ক ৬:২৩।
[৫:৮] ১বাদশা ৩:১৫।
[৫:৯] ইষ্টের ২:২১; মেসাল ১৪:১৭।
[৫:১০] ইষ্টের ৬:১৩।
[৫:১১] মেসাল ১৩:১৬।
[৫:১২] আইউ ২২:২৯; মেসাল ১৬:১৮; ২৯:২৩।
[৫:১৩] ইষ্টের ২:১৯।
[৫:১৪] উজা ৬:১১।
[৬:১] দানি ২:১; ৬:১৮।

উল্লেখিত নোট দেখুন)।

৫:৭ তোমার নিবেদন কি? তা তোমাকে দেওয়া যাবে; তোমার অনুরোধ কি? বাদশাহ্ তিনবার প্রশ্ন করা পর্যন্ত ইষ্টের উত্তর দিতে বিলম্ব করার কারণ হিসাবে কেবল মাত্র ইষ্টের সম্পর্কে কেউ চিন্তা করতে পারে। কিন্তু লেখক গল্পের ধারাবাহিকতা স্থগিত করার কৌশল হিসাবে এই বিলম্বের বিষয়গুলো ব্যবহার করেছেন, যেন স্নায়ুর চাপ ধরে রাখা যায় এবং হামোনের নিজের পদমর্জাদা ও ঐশ্বর্যের ব্যক্ত করা সম্পর্কে নতুন বিষয়ের ভূমিকার অনুমোদন এবং মর্দখয়ের পুরস্কার (৬:১১) সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়।

৫:৯ উঠে দাঁড়ালেন না। হামোনের উপস্থিতিতে মর্দখয় উঠে না দাঁড়ানোর ফলে হামোনের রাগে আগুন হয়ে যাওয়া– ইতিপূর্বে মর্দখয়ের মাথা নত করতে অস্বীকার করার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অনেক পার্থক্য রয়েছে (৩:২-৫)।

৫:১১ সন্তান-বাহুল্যের। হামোনের ১০ জন পুত্র ছিল (৯:৭-১০)। হেরেডোটাস (১.১৩৬) লিপিবদ্ধ করেছেন যে, পারসিকদের বিশাল সংখ্যক পুত্রদের পারিতসিক দেবার অনুমোদন দেওয়া হত যদি তারা কেবল যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাতো। পারসিক বাদশাহ্ তাঁর প্রজাদের মধ্যে যাদের পুত্র বাহুল্য রয়েছে তাদের জন্য উপহার পাঠাতেন (তুলনা করুন জবুর ১২৭:৩-৫)।

৫:১৪ পঞ্চাশ হাত উঁচু। হয়তো এটি অতিশয়োক্তি ছিল। যাহোক, কেউ কেউ মনে করেন যে এই ফাঁসি কাষ্ঠে (২:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) উচ্চতার জন্য অন্য কোন অট্টালিকার উপর স্থাপন করা হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নগর-প্রচীর (১ শামু ৩১:১০ আয়াত দেখুন)।

ফাঁসি। ২:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৬:১ সেই রাতে বাদশাহ্ ঘুমাতে পারছিলেন না। এই আয়াত কাহীনির সাহিত্য বিষয়ের কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত হয়েছে। যখন কোন বিষয়ে মন্দ কিছু দৃষ্ট হয় না, তখন একই সময়ে ঘটে যাওয়া আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কোন ঘটনা জটিল অবস্থার দিকে মোড় নেয়, যা কাহিনীর মিমাংসা আনায়ন করে। বাদশাহ্‌র ঘুমাতে না পারা, স্মরণীয় ইতিহাস কিতাব পাঠ করাবার জন্য তার ইচ্ছা মর্দখয়ের পূর্বের দয়ার কাজের বিবরণের অংশ পাঠ করা (২ আয়াত) হামোনের অতি প্রত্যূষের জন্য প্রস্তুতি (৫:১৪), রাজপ্রাসাদের বাইরের প্রাঙ্গনে তার আকস্মিক প্রবেশ (৬:৫) এবং হামোনের ধারণা, বাদশাহ্ যাকে সম্মান করতে চান, সে-ই হল সেই ব্যক্তি (৬ আয়াত)। কাহিনীর সমস্ত ঘটনার উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য বহন করেছে। পরিস্থিতি যা প্রাথমিক অবস্থায় মনে হয়েছে যে, এটি প্রাসঙ্গিক কিন্তু কাহিনীর শেষে তা তাৎপর্যপূর্ণ চূড়ান্ত পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। ঠিক ইউসুফের গল্পের মত (পয়দার ৪১:১-৪৫)। সম্রাটের ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার কারণে গল্পের নায়কের ভাগ্য সম্পূর্ণ পরিবর্তীত হয়ে যায় (তুলনা করুন, দানিয়াল ২:১; ৬:১৮)।

স্মরণীয় ইতিহাস কিতাব। স্মরণীয় ইতিহাস কিতাবের লেখক

BACIB International Bible CHURCH

ইষ্টের

ইষ্টের ছিলেন বাদশাহ্ জারেক্সেসের রাণী এবং ইষ্টের কিতাবের প্রধান চরিত্র। তাঁর মূল ইহুদী নাম *হদসা* অর্থাৎ চিরহরিৎ গুল্ম। কিন্তু রাজপরিবারে আসার পর তাঁর নাম হয় ইষ্টের, এবং তিনি এই নামেই পরবর্তীতে পরিচিত হন (ইষ্টের ২:৭)। এই নামটি মূলত পারসীয় *সাতারাহ্* শব্দের সিরিয়-আরবীয় রূপ, এর অর্থ "তারা"। তিনি বিন্‌ইয়ামীন গোষ্ঠীর অবিহেলের কন্যা। তাঁর পরিবার জারেক্সেসের দেওয়া সুযোগ গ্রহণ করে জেরুশালেমে যেতে পারেনি। তাঁর চাচাতো ভাই মর্দখয় পারস্যের রাজ প্রাসাদে কাজ করতেন, তিনিই তাঁকে সেখানে নিয়ে যান। বাদশাহ্ জারেক্সেস রাণী বষ্টীকে তালাক দিয়ে ইষ্টেরকে বিয়ে করেন। এর কিছুদিন পর হম্মদাথার পুত্র হামন প্রধানমন্ত্রী হয়ে পারস্য সাম্রাজের সকল ইহুদীদের হত্যা করার নির্দেশ দেয়। এই অবস্থায় ইষ্টের ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতিতে পড়েন। কিন্তু ইষ্টের ও মর্দখয়ের প্রচেষ্টার ফলে হামনের দুষ্টতা বাদশাহ্‌র চোখে ধরা পড়ে এবং তখন হামনকে ফাঁসিতে লটকে হত্যা করা হয় (ইষ্টের ৭ অধ্যায়)। তখন থেকে ইহুদীরা এই ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখতে বাৎসরিক উৎসব হিসেবে এই দিনে ভোজ করে, যাকে পূরীমের ভোজ বলা হয়। কিতাবে ইষ্টেরকে একজন সুন্দরী, ঈমানদার, সাহসী, স্বদেশ-প্রেমী, ভয়ঙ্করী ও সঙ্কল্পবদ্ধ নারী হিসেবে দেখা যায়। তিনি তাঁর পালিত পিতার দায়িত্বশীলা কন্যা এবং সভাসদে তিনি ছিলেন বাধ্য এবং বিনয়ী সদস্যা, তদুপরি ইহুদী লোকদের কল্যাণের জন্য বাদশাহ্‌র মত তিনিও উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁর এই গুণগুলোর জন্য তিনি সবার কাছে সম্মানের ছিলেন, এমন কি তাঁর যে সমস্ত গোলাম-বাঁদীরা তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিল তারাও তাঁকে ভালবাসত (ইষ্টের ২:১৫)। তাই ইহুদীদের ধংসের চক্রান্তের সময় আল্লাহ্ তাঁকে তাদের সাহায্যের জন্য বেছে নেন, যেন তাদের দাসত্বকালীন সময় তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা, আর্থিক সাহায্য এবং সুখ-শান্তি দিতে পারেন।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- তাঁর সৌন্দর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পারসিক বাদশাহ্‌র হৃদয় জয় করেছিল।
- তিনি সাহস ও যত্নশীল পরিকল্পনা উভয়কেই কাজে লাগিয়েছিলেন।
- তিনি উপদেশ পেতে ও সেই অনুসারে কাজ করতে রাজী ছিলেন।
- তিনি নিজের নিরাপত্তার চেয়েও অন্যদের নিরাপত্তার কথা বেশী চিন্তা করতেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- আল্লাহ্‌র সেবা করতে গেলে প্রায়ই আমাদের জীবনের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন হতে পারে।
- আল্লাহ্ আমাদের যে অবস্থায় রাখেন তার মধ্যে তাঁর একটি পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্য থাকে।
- সাহস আমাদের খুবই প্রয়োজন কিন্তু তা যত্নশীল পরিকল্পনার পরিবর্তে নয় কিন্তু কৃতকার্যতার জন্য দুটো একসঙ্গে থাকতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** পারস্য সাম্রাজ্য
- **কাজ:** কাইরাসের স্ত্রী, পারসিকের রাণী
- **আত্মীয়-স্বজন:** পিতা: অবহয়িল, চাচা: মর্দখয়, স্বামী: কাইরাস
- **সমসাময়িক:** মর্দখয়, কাইরাস, হামন

মূল আয়াত: "তুমি যাও, শূশনে উপস্থিত সমস্ত ইহুদীকে একত্র কর এবং সকলে আমার জন্য রোজা কর, তিন দিন, দিনে কি রাতে কিছু আহার করো না, কিছু পানও করো না, আর আমি ও আমার বাঁদীরাও তেমনি রোজা করবো; এভাবে আমি বাদশাহ্‌র কাছে যাব, তা আইনের বিরুদ্ধে হলেও যাব, আর যদি বিনষ্ট হতে হয়, হবো" (ইষ্টের ৪:১৬)।

ইষ্টেরের কাহিনী কিতাবুল মোকাদ্দসের ইষ্টের কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

সেই কিতাব পাঠ করা হল। ২ আর তার মধ্যে
লেখা এই কথা পাওয়া গেল, বাদশাহ্‌র নপুংসক
বিগ্‌থন ও তেরশ নামে দু'জন দ্বারপাল বাদশাহ্‌
জারেক্সের উপরে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে মর্দখয়
তার সংবাদ দিয়েছিলেন। ৩ বাদশাহ্‌ বললেন,
এর জন্য মর্দখয়ের কি সম্মান ও পদ বৃদ্ধি করা
হয়েছে? বাদশাহ্‌র পরিচর্যাকারী ভৃত্যেরা বললো,
তার পক্ষে কিছুই করা হয় নি। ৪ পরে বাদশাহ্‌
বললেন, প্রাঙ্গণে কে আছে? তখন হামন তার
প্রস্তুত ফাঁসিকাষ্ঠে মর্দখয়কে ফাঁসি দেবার জন্য
বাদশাহ্‌র কাছে নিবেদন করতে রাজপ্রাসাদের
বাইরের প্রাঙ্গণে এসেছিল। ৫ বাদশাহ্‌র ভৃত্যরা
বললো, দেখুন হামন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছেন।
বাদশাহ্‌ বললেন, সে ভিতরে আসুক। ৬ তখন
হামন ভিতরে আসলে বাদশাহ্‌ তাকে বললেন,
বাদশাহ্‌ যার সম্মান করতে চান, তার প্রতি কি
করা কর্তব্য? হামন মনে মনে ভাবল, বাদশাহ্‌
আমাকে ছাড়া আর কার সম্মান করতে চাইবেন?
৭ অতএব হামন বাদশাহ্‌কে বললো, বাদশাহ্‌,
যার সম্মান করতে চান, ৮ তার জন্য বাদশাহ্‌র
পরিধেয় রাজপোশাক, আর বাদশাহ্‌ যার উপরে
আরোহণ করে থাকেন এবং যার মাথায় একটা
রাজমুকুট স্থাপিত হয়ে থাকে, সেই ঘোড়া আনা
হোক; ৯ আর সেই রাজপোশাক ও ঘোড়া
বাদশাহ্‌র এক জন সবচেয়ে প্রধান কর্মকর্তার
হাতে দেওয়া হোক; এবং বাদশাহ্‌ যার সম্মান
করতে চান, সে সেই রাজকীয় পোশাক পরানো
হোক; পরে তাকে সেই ঘোড়ায় চড়িয়ে নগরের
চকে নিয়ে যাওয়া হোক এবং তার আগে আগে
এই কথা ঘোষণা করা হোক, বাদশাহ্‌ যাঁর সম্মান
করতে চান, তাঁর প্রতি এরকম ব্যবহার করা
যাবে। ১০ বাদশাহ্‌ হামনকে বললেন, তুমি
তাড়াতাড়ি কর, সেই রাজপোশাক ও ঘোড়া নিয়ে
যেমন বললে, তেমনি রাজদ্বারে উপবিষ্ট ইহুদী
মর্দখয়ের প্রতি কর; তুমি যেসব কথা বললে,
তার কিছু ত্রুটি করো না। ১১ তখন হামন সেই
রাজপোশাক ও ঘোড়া নিল, মর্দখয়কে
রাজপোশাক পরিয়ে দিল এবং ঘোড়ায় চড়িয়ে
নগরের চকে গমন করাল, আর তাঁর আগে আগে
এই কথা ঘোষণা করলো, বাদশাহ্‌ যাঁর সম্মান
করতে চান, তাঁর প্রতি এরকম ব্যবহার করা
যাবে।
১২ পরে মর্দখয় রাজদ্বারে ফিরে গেলেন, কিন্তু
হামন শোকান্বিত হয়ে কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে
দ্রুত তার নিজের বাড়িতে চলে গেল। ১৩ আর
হামন তার স্ত্রী সেরশকে ও সমস্ত বন্ধুকে তার
সম্বন্ধীয় সকল ঘটনার কথা বললো; তাতে তার
জ্ঞানবান লোকেরা ও তার স্ত্রী সেরশ তাকে
বললো, যার সম্মুখে তোমার এই পতনের আরম্ভ
হল, সেই মর্দখয় যদি ইহুদী বংশীয় লোক হয়,
তবে তুমি তাকে জয় করতে পারবে না, বরং
তুমি তার সম্মুখে নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।
১৪ তারা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, ইতোমধ্যে
রাজ-নপুংসকেরা এসে ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে
হামনকে উপস্থিত করার জন্য ত্বরা করলো।

হামনের বিনাশ, মর্দখয়ের পদোন্নতি

৭ ১ পরে বাদশাহ্‌ ও হামন ইষ্টের রাণীর সঙ্গে
পান করতে আসলেন। ২ আর বাদশাহ্‌
সেই দ্বিতীয় দিনে আঙ্গুর-রস সহযোগে ভোজের
সময়ে ইষ্টেরকে পুনর্বার বললেন, ইষ্টের রাণী,
তোমার নিবেদন কি? তা তোমাকে দেওয়া যাবে;
এবং তোমার অনুরোধ কি? রাজ্যের অর্ধেক
পর্যন্ত চাইলেও তা সিদ্ধ করা যাবে। ৩ তখন
ইষ্টের রাণী উত্তর করলেন, বাদশাহ্‌, আমি যদি
আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি ও যদি
বাদশাহ্‌র ভাল মনে হয়, তবে আমার নিবেদনে
আমার প্রাণ ও আমার অনুরোধে আমার জাতি
আমাকে দেওয়া হোক; ৪ কেননা আমাকে ও

[৬:২] ইষ্টের ২:২১-২৩।
[৬:৩] হেদা ৯:১৩-১৬।
[৬:৮] পয়দা ৪১:৪২; ইশা ৫২:১।
[৬:৯] পয়দা ৪১:৪৩।
[৬:১২] ২শামু ১৫:৩০; ইষ্টের ৭:৮; ইয়ার ১৪:৩, ৪; মীখা ৩:৭।
[৬:১৩] জবুর ৫৭:৬; মেসাল ২৬:২৭; ২৮:১৮।
[৬:১৪] ১বাদশা ৩:১৫।
[৭:১] পয়দা ৪০:২০-২২; মথি ২২:১-১৪।
[৭:২] ইষ্টের ১:১০।
[৭:৩] ইষ্টের ২:১৫।
[৭:৪] ইষ্টের ৩:৯; ৪:৭।

পাঁচ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিবরণ পাঠ করেছিল (তুলনা করুন ৩:৭ আয়াতের সঙ্গে ২:১৬ আয়াত; ২:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৬:৬ বাদশাহ্‌ যার সম্মান করতে চান। পুনরায়, প্রত্যাশিত ফলের বিপরীত অবস্থা প্রত্যক্ষ হল– ঠিক যে ভাবে হামান, বাদশাহ্‌র কাছ থেকে "এক জাতি"-র পরিচয় গোপন রেখেছিল (৩:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) ঠিক তেমনি এখন বাদশাহ্‌ অনভিপ্রেতভাবে হামনের কাছ থেকে "বাদশাহ্‌ যার সম্মান করতে চান" তার পরিচয় গোপন রাখলেন।

৬:৮ বাদশাহ্‌র পরিধেয় রাজপোশাক। ৮:১৫ আয়াত দেখুন। পয়দায়েশ ৪১:৪১-৪৩ আয়াতে ইউসুফের গল্পের তুলনা করুন। প্রাচীনকালে বাদশাহ্‌র রাজপোশাকে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য যুক্ত ছিল; তার রাজপোশাক পরিধান করা ছিল অসামান্য ও দুর্লভ দয়ার কাজ এবং আনুকুল্যের চিহ্ন। তার অন্য পোশাক পরিধান করার অর্থ ছিল তার ক্ষমতা, তার উচ্চতা, সম্মান কিংবা ২:১৩-১৪; ইশাইয়া ৬১:৩, ১০; জাকা ৩:৩-৭; তুলনা করুন মার্ক ৫:২৭-২৮। হামানের প্রস্তাব কেবল মাত্র গ্রহণকারীর প্রতি মহা সম্মান দেখানোর জন্য ছিল না কিন্তু এটি ছিল বাদশাহ্‌কে অনেক বেশি তোষামত করা– সম্পদের পরিবর্তে তার রাজপোশাক পরিধান করার বিষয়টি বেছে নেওয়া।

৬:১০ ইহুদী মর্দখয়। হামানের বিদ্রুপাত্মক "ইহুদী মর্দখয়" উপাধির কঠিন ব্যাঙ্গপূর্ণ প্রতিধ্বনি (৫:১৩; এছাড়া ৭:৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

৬:১৩ তার স্ত্রী এবং তার সমস্ত বন্ধু। ৫:১৪ আয়াত দেখুন।

৬:১৪ ইষ্টেরের প্রস্তুত ভোজে। সাধারণত ভোজে মেহমানদের ডেকে আনা হতো (পয়দা ৪৩:১৫-২৬ আয়াতে ইউসুফের ঘটনা দেখুন; তুলনা করুন মথি ২২:১-১৪)।

৭:২ ৫:৩,৬; আয়াত দেখুন। এছাড়া ৫:৬-৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৭:৩ যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে থাকি। ২:১৫, ১৭ আয়াত দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

আমার স্বজাতিকে ধ্বংস করার, হত্যা ও বিনষ্ট
করার জন্য বিক্রি করা হয়েছে। যদি আমাদের
কেবল গোলাম বাঁদী হবার জন্য বিক্রি করা হত,
তবে আমি নীরব থাকতাম; কিন্তু তা হলেও
বাদশাহ্‌র ক্ষতিপূরণ করা বিপক্ষের অসাধ্য হত।
৫ তখন বাদশাহ্‌ জারেক্সেস ইষ্টের রাণীকে
বললেন, এমন কাজ করার মানস যার অন্তরে
জন্মেছে, সে কে? আর সে কোথায়? ৬ ইষ্টের
বললেন, এক জন বিপক্ষ ও দুশমন, সে এই দুষ্ট
হামন। তখন হামন বাদশাহ্‌র ও রাণীর সাক্ষাতে
ভীষণ ভয় পেল। ৭ পরে বাদশাহ্‌ ক্রোধ বশত
আঙ্গুর-রস পান থেকে উঠে রাজপ্রাসাদের বাগানে
গেলেন; আর হামন ইষ্টের রাণীর কাছে তাঁর প্রাণ
ভিক্ষা করার জন্য দাঁড়াল, কেননা সে দেখলো,
বাদশাহ্‌ থেকে তার অমঙ্গল অবধারিত। ৮ পরে
বাদশাহ্‌ রাজপ্রাসাদের বাগান থেকে আঙ্গুর-রস
সহযোগে ভোজের স্থানে ফিরে আসলেন; তখন
ইষ্টের যে স্থানে বসে ছিলেন, হামন তার উপরে
পড়ে ছিল; তাতে বাদশাহ্‌ বললেন, এই ব্যক্তি কি
বাড়ির মধ্যে আমার সাক্ষাতে রাণীর ইজ্জত নষ্ট
করবে? এই কথা বাদশাহ্‌র মুখ থেকে বের হওয়া
মাত্র লোকেরা হামনের মুখ আচ্ছাদন করলো।

[৭:৭] পয়দা ৩৪:৭; ইষ্টের ১:১২; মেসাল ১৯:১২; ২০:১-২।
[৭:৮] পয়দা ৩৯:১৪; ইউ ১৩:২৩।
[৭:৯] দ্বিঃবি ২১:২২-২৩; জবুর ৭:১৪-১৬; ৯:১৬; মেসাল ১১:৫-৬; ২৬:২৭; মথি ৭:২।
[৭:১০] পয়দা ৪০:২২।
[৮:১] মেসাল ২২:২২-২৩।
[৮:২] পয়দা ৪১:৪১; মেসাল ১৩:২২; ১৪:৩৫; দানি ২:৪৮।
[৮:৩] হিজ ১৭:৮-১৬।

৯ পরে বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থিত হর্বোনা নামে
এক জন নপুংসক বললো, দেখুন, যে মর্দখয়
বাদশাহ্‌র পক্ষে মঙ্গল-জনক সংবাদ দিয়েছিলেন,
তাঁর জন্য হামন পঞ্চাশ হাত উঁচু ফাঁসি কাঠ
প্রস্তুত করেছে, তা হামনের বাড়িতে স্থাপিত
আছে। বাদশাহ্‌ বললেন, তারই উপরে একে
ফাঁসি দাও। ১০ তাতে হামন মর্দখয়ের জন্য যে
ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করেছিল, লোকেরা তার উপরে
হামনকে ফাঁসি দিল; তখন বাদশাহ্‌র ক্রোধ
প্রশমিত হল।

রাণী ইষ্টের ইহুদীদের রক্ষা করেন

৮ ১ সেদিন বাদশাহ্‌ জারেক্স ইষ্টের রাণীকে
ইহুদীদের দুশমন হামনের বাড়ি দান
করলেন। আর মর্দখয় বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে
উপস্থিত হলেন, কেননা মর্দখয় ইষ্টেরের কে, তা
ইষ্টের জানিয়েছিলেন। ২ পরে বাদশাহ্‌ হামনের
কাছ থেকে নেওয়া তাঁর আংটিটি খুলে মর্দখয়কে
দিলেন এবং ইষ্টের হামনের বাড়ির উপরে
মর্দখয়কে নিযুক্ত করলেন।

ইহুদীদের জন্য ইষ্টেরের নিবেদন

৩ পরে ইষ্টের বাদশাহ্‌র কাছে পুনর্বার নিবেদন
করলেন ও তার পায়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে

৭:৪ বিক্রি করা হয়েছে। ইষ্টের বাদশাহ্‌কে দেওয়া হামোনের ঘুষের বিষয় উল্লেখ করলেন (৩:৯, ৪:৭)। তিনি মূল কথা না বলে শব্দান্তরে হামোনের রাজাজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করলেন (৩:১৩)।

কিন্তু তা হলেও বাদশাহ্‌র ক্ষতিপূরণ করা বিপক্ষের অসাধ্য হত। কারণ এই রকম দুঃখ দুর্দশা আর নেই ...। এই উক্তির সম্ভব্য অর্থ হল, হয় (১) ইহুদীদের মানসিক ক্লেশ বাদশাহ্‌র পক্ষে কম ক্ষতিকারক হতো যদি সবাই গোলামীর কাজে লিপ্ত থাকত। অথবা (২) ইষ্টের বাদশাহ্‌কে বিরক্ত করতেন না যদি গোলামী একমাত্র বিচার্য বিষয় হতো।

৭:৬ সে এই দুষ্ট হামোন। ইষ্টেরের এই তীব্র বাক্যবান ছিল মর্দখয়কে "ইহুদী মর্দখয়" হিসাবে আখ্যায়িত করার হামোনের অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তির বিপরীত তার বাগ্মীতার কৌশল।

৭:৭ বাইরে গেলেন। বাদশাহ্‌ অবস্থার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বাইরে চলে গেলেন। এর পরে হামোনের ভাগ্যের চরম পরিণতিকে নির্ধারণ করেছিল।

৭:৮ ইষ্টের যে স্থানে বসে ছিলেন, হামন তার উপরে পড়ে ছিল। ইষ্টের যে আরামদায়ক কেদারায় হেলান দিয়ে বসেছিলেন তার উপর হামোন পতিত হল। প্রথাগতভাবে আহারের সময় আরামদায়ক কেদারায় হেলান দেওয়া হত (আমোজ ৬:৪,৭; ইউহোন্না ১৩:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।) পরিহাসের বিষয় হলো, হামোন, যে মর্দখয় মাথা না করার জন্য ক্রোধে আগুন হয়ে গিয়েছিল (যা সমস্ত কাহিনীর গতি এনে দিয়েছে), এখন সেই হামোন ইহুদী নারী ইষ্টেরের সামনে পতিত হল (৬:১৩ আয়াত দেখুন)।

হামনের মুখ আচ্ছাদন করলো। ৬:১২ আয়াত দেখুন।

৭:৯ হর্বোনা নামে এক জন নপুংসক বললো। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দিনের প্রথম ভাগে মর্দখয়ের সম্মান প্রাপ্তি এবং সাফল্যের বিষয়টি ইষ্টেরের জ্ঞাত হওয়ার কোন প্রমাণ নেই (৬:১-১১); তিনি তার লোকদের জীবনের জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানালেন। হামোনের মর্দখয়ের জন্য ফাঁসি কাষ্ঠ নির্মাণের বিষয়টি হর্বোনা উল্লেখ করার পর (২:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন) এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হামোনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ উত্থাপিত হল– সে বাদশাহ্‌র হিতাকাঙ্খিকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছে।

৭:১০ হামোন মর্দখয়ের জন্য যে ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত করেছিল, লোকেরা তাকে সেই ফাঁসি কাষ্ঠের উপরেই তাকে ফাঁসি দিল। জন ক্যালভিন বলেছেন, "মানুষ আল্লাহ্‌র সময়োচিত আদেশে পতিত হয়। কিন্তু সে তার নিজের দোষের দ্বারা অধঃপতিত হয়।" ৯:১, ২৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; আইয়ুব ৪:৮; জবুর। ৭:১৫-১৬; মোসাল ২৬:২৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; ইয়ারমিয়া ৫০:১৫, ২৯; ইহিস্কেল ৯:১০; ১৬:৪৩; ওবদিয় ১৫ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; তুলনা করুন গালাতীয় ৬:৭-৮ আয়াত।

৭:১০ প্রশমিত হল। ২:১ আয়াত দেখুন।

৮:১ হামনের বাড়ি দান করলেন। হেরোডোটাস (৩, ১২৮-১২৯) এবং যোষিফাস (অ্যানটিকুয়িটিজ, ১১, ১৭) নিশ্চিত করেছেন যে, বিশ্বাসঘাতকের সম্পত্তি রাণীর কাছে ফিরে এসেছিল। জারেক্স হামোনের সম্পত্তি (৫:১১) ইষ্টেরকে দান করলেন।

৮:২ হামনের বাড়ির উপরে মর্দখয়কে নিযুক্ত করলেন। তুলনা করুন ৩:১০-১১ আয়াত। মর্দখয় হামোনের বাড়ি গ্রহণ করে তার দেখাশুনার দায়িত্ব লাভ করলেন।

৮:৩-৬ যেসব পত্র লেখা হয়েছে। ইষ্টের এবং মর্দখয় নিরাপদ (৭:৪-৮:২); কিন্তু অবশিষ্ট ইহুদীদের জন্য অপরিবর্তনীয় আদেশ ভীতির কারণ হয়েছিল।

BACIB International Bible CHURCH

অগাগীয় হামনের অভিপ্রেত অমঙ্গল, অর্থাৎ
ইহুদীদের বিরুদ্ধে তার সঙ্কল্পিত কুমন্ত্রণা বন্ধ
করে দেবার জন্য তাঁর কাছে সাধ্যসাধনা
করলেন। ৪ তখন বাদশাহ্‌ ইষ্টেরের দিকে সোনার
রাজদণ্ড প্রসারিত করাতে ইষ্টের উঠে বাদশাহ্‌র
সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, ৫ যদি বাদশাহ্‌র ভাল
মনে হয় এবং আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ
পেয়ে থাকি, আর এই কাজ বাদশাহ্‌র দৃষ্টিতে
ন্যায্য মনে হয় ও আমি আপনার সন্তোষকারিণী
হই, তবে বাদশাহ্‌র অধীন যাবতীয় প্রদেশস্থ
ইহুদীদেরকে বিনষ্ট করবার জন্য অগাগীয়
হম্মদাথার পুত্র হামনের কুমন্ত্রণা সম্বলিত যেসব
পত্র লেখা হয়েছে, সেসব ব্যর্থ করার জন্য লেখা
হোক। ৬ কেননা আমার জাতির প্রতি যে অমঙ্গল
ঘটবে, তা দেখে আমি কিভাবে সহ্য করতে
পারি? আর আমার জ্ঞাতি ও আত্মীয়দের বিনাশ
দেখে কিভাবে সহ্য করতে পারি?
৭ তখন বাদশাহ্‌ জারেক্স ইষ্টের রাণী ও ইহুদী
মর্দখয়কে বললেন, দেখ, আমি ইষ্টেরকে হামনের
বাড়ি দিয়েছি এবং হামনকে ফাঁসিকাষ্ঠে ফাঁসি
দেওয়া হয়েছে, কেননা সে ইহুদীদের উপরে
হস্তক্ষেপ করেছিল। ৮ এখন তোমরা তোমাদের
অভিমত অনুসারে বাদশাহ্‌র নামে ইহুদীদের
পক্ষে পত্র লেখ ও বাদশাহ্‌র আংটি দিয়ে তা
সীলমোহর কর; কেননা বাদশাহ্‌র নামে লেখা ও
বাদশাহ্‌র আংটি দিয়ে সীলমোহরকৃত পত্র অন্যথা
করার সাধ্য কারো নেই।
৯ তখন তৃতীয় মাসে অর্থাৎ সীবন মাসের
ত্রয়োবিংশ দিনে রাজ-লেখকেরা আহূত হল, আর
মর্দখয়ের সমস্ত হুকুম অনুসারে ইহুদীদেরকে,
প্রদেশপালদেরকে এবং হিন্দুস্থান থেকে
ইথিওপিয়া দেশ পর্যন্ত এক শত সাতাশ প্রদেশের
মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষরানুসারে ও প্রত্যেক
জাতির ভাষানুসারে শাসনকর্তাদেরকে ও
প্রদেশগুলোর কর্মকর্তাদেরকে এবং ইহুদীদের
অক্ষর ও ভাষানুসারে তাদেরকে পত্র লেখা হল।
১০ তা বাদশাহ্‌ জারেক্সের নামে লেখা ও
বাদশাহ্‌র আংটি দিয়ে সীলমোহর করা হল, পরে
দ্রুতগামী ঘোড়ায় অর্থাৎ বিশেষ জাতের রাজকীয়
ঘোড়ায় ঘোড়সওয়ার ধাবকদের দিয়ে সেইসব
পত্র প্রেরণ করা হল। ১১ এসব পত্রে বাদশাহ্‌
ইহুদীদেরকে এই অনুমতি দিলেন যে, বাদশাহ্‌
জারেক্সের অধীনে সমস্ত প্রদেশ এক দিনে, অর্থাৎ
অদর নামক বারো মাসের ত্রয়োদশ দিনে,
১২ তারা প্রত্যেক নগরে একত্র হয়ে নিজ নিজ
প্রাণ রক্ষা করবার জন্য দণ্ডায়মান থেকে এবং যে
কোন জাতি কি প্রদেশ তাদের বিপক্ষতা করে,
তার সমস্ত বল অর্থাৎ সেই দুশমনদেরকে ও
তাদের পুত্র কন্যা ও স্ত্রী সকলকে সংহার, হত্যা
ও বিনাশ করতে ও তাদের সমস্ত দ্রব্য লুট
করতে পারবে। ১৩ আর প্রত্যেক প্রদেশে
বাদশাহ্‌র হুকুম বলে প্রচারিত হবার জন্য এবং
ইহুদীরা যেন তাঁর দুশমনদের প্রতিশোধ নেবার
নিমিত্ত সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হয়, সেজন্য সেই
লিপির অনুলিপি সমস্ত জাতিকে জানানো হল।
১৪ পরে দ্রুতগামী রাজকীয় ঘোড়ায় ধাবকেরা
বাদশাহ্‌র হুকুমে খুব শীঘ্র দ্রুত যাত্রা করলো
এবং সেই হুকুম শূশন রাজধানীতে দেওয়া হল।
১৫ পরে মর্দখয় নীল ও সাদা রংয়ের
রাজপোশাক পরে, সোনার বড় মুকুটে ভূষিত
হয়ে এবং মসীনা সুতার বেগুনি পোশাকে সজ্জিত
হয়ে বাদশাহ্‌র সম্মুখ থেকে বাইরে গেলেন; আর
শূশন রাজধানী চিৎকার করে আনন্দ করলো।
১৬ ইহুদীরা আলো, আনন্দ, আমোদ ও সম্মান
লাভ করলো। ১৭ আর প্রতি দেশে ও প্রতি নগরে
যে কোন স্থানে বাদশাহ্‌র ঐ ডিক্রি ও হুকুম
উপস্থিত হল সেই স্থানে ইহুদীদের আনন্দ,
আমোদ, ভোজ ও সুখের দিন হল। আর দেশীয়
জাতিগুলোর অনেক লোক ইহুদী-মতাবলম্বী হল,
কেননা ইহুদীদের থেকে তাদের ত্রাস উৎপন্ন
হয়েছিল।

ইহুদীদের দুশমনদের ধ্বংস

৯ ১ পরে দ্বাদশ মাসের অর্থাৎ অদর মাসের
ত্রয়োদশ দিনে বাদশাহ্‌র ঐ ডিক্রি ও হুকুম

[৮:৪] ইষ্টের ৪:১১।
[৮:৫] ইষ্টের ২:১৫।
[৮:৬] পয়দা ৪৪:৩৪।
[৮:৭] দ্বি:বি ২১:২২-২৩।
[৮:৮] ইষ্টের ১:১৯; দানি ৬:১৫।
[৮:৯] নহি ১৩:২৪।
[৮:১১] পয়দা ১৪:২৩; ইষ্টের ৩:১৩; ৯:১০, ১৫, ১৬।
[৮:১২] ইষ্টের ৩:১৩; ৯:১।
[৮:১৩] ইষ্টের ৩:১৪।
[৮:১৪] ইষ্টের ৩:১৫।
[৮:১৫] ২শামু ১২:৩০।
[৮:১৬] ইষ্টের ৪:১-৩; জবুর ১১২:৪; ইয়ার ২৯:৪-৭।
[৮:১৭] হিজ ১৫:১৪, ১৬; দ্বি:বি ১১:২৫; দানি ৬:২৬।
[৯:১] ইষ্টের ৩:১২-১৪; মেসাল ২২:২২-২৩।

৮:৩ অগাগীয়। ৩:১ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।
৮:৫ অনুগ্রহ। ৪:১; ৫:২ আয়াত দেখুন।
৮:৬ তুলনা করুন, ইউসুফের কাহিনী (পয়দা ৪৪:৩৪)।
৮:৮ ইহুদীদের পক্ষে পত্র লেখ। অপর একটি আদেশ লেখা হল। ১:১৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। দানিয়াল কিতাবে (দানিয়াল ৬:৮, ১২, ১৫) উল্লেখ রয়েছে যে, মাদীয় দারিয়ুস একই রকম ভাবে জারেক্সের মত উভয় সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর সমাধান হলো অপর একটি আদেশ (তুলনা করুন, দানিয়াল ৬:২৫-২৭) যা এটি যথাবিধি বাতিল করা ছাড়াই হামোনের মূল আদেশকে অকার্যকর করেছিল (৩:১২; তুলনা করুন দানিয়াল ৬:৬-৯)।
৮:৯-১৩ একই রকম শব্দ ৩:১২-১৪ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনাশ, ধ্বংস ও মৃত্যুর বিস্তৃত করার আদেশ কার্যত আমালোকের বিরুদ্ধে পূর্বের আদেশের মত ছিল (৩:১৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।
৮:৯ তৃতীয় মাসে অর্থাৎ সীবন মাসের ত্রয়োবিংশ দিনে। জারেক্সের রাজত্বের ১২ বছর, এটি ছিল ৪৭৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২৫ শে জুন, দুই মাস দশ দিন পর হামোনের আদেশের ঘোষণা করা হয়েছিল (৩:১২ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।
৮:১১ অদর নামক বারো মাসের ত্রয়োদশ দিনে। এটি ছিল ৪৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ৭ই মার্চ (৩:১৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। এই দিনকে কেন্দ্র করে যে পূরীম উৎসব শুরু হয়েছিল।
৮:১৪-১৭ এর ভাষাগত রচনা শৈলী ৩:১৫-৪:৩ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে।
৮:১৫ রাজ পোশাক। ৬:৮ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; মর্দখয়ের দ্বিতীয় বিভূষিকরণ (৬:৭-১১ আয়াত দেখুন।)
৯:১ দ্বাদশ মাসের অর্থাৎ অদর মাসের ত্রয়োদশ দিনে। ইহুদীরা

BACIB International Bible CHURCH

কাজে পরিণত হবার সময় নিকটবর্তী হল, অর্থাৎ
যেদিন ইহুদীদের দুশমনেরা তাদের উপরে প্রভুত্ব
করার অপেক্ষা করেছিল, সেদিন এমন বিপরীত
ঘটনা হল যে, ইহুদীরাই তাদের বিদ্বেষীদের
উপরে প্রভুত্ব করলো। ২ ইহুদীরা যারা তাদের
ধ্বংসের চেষ্টা করে তাদেরকে আক্রমণ করার
জন্য বাদশাহ্‌ জারেক্সের সমস্ত প্রদেশে নিজ নিজ
নগরে একত্র হল এবং তাদের সম্মুখে কেউ
দাঁড়াতে পারল না, কেননা তাদের থেকে সমস্ত
জাতির ত্রাস উৎপন্ন হয়েছিল। ৩ আর
প্রদেশগুলোর কর্মকর্তারা, প্রদেশপাল,
শাসনকর্তারা ও রাজ-কর্মকর্তারা সকলে
ইহুদীদের সাহায্য করলেন, কারণ মর্দখয় থেকে
তাঁদের ত্রাস উৎপন্ন হয়েছিল। ৪ কেননা মর্দখয়
রাজপ্রাসাদের মধ্যে মহান ছিলেন ও তাঁর যশ
প্রদেশগুলোতে ব্যাপ্ত হল, বস্তুত সেই মর্দখয়
উওরোত্তর মহান হয়ে উঠলেন। ৫ আর ইহুদীরা
তাদের সমস্ত দুশমনকে তলোয়ারের আঘাতে
সংহার ও বিনাশ করলো; তারা তাদের
বিদ্বেষীদের প্রতি যা ইচ্ছা তা-ই করলো। ৬ আর
শূশন রাজধানীতে ইহুদীরা পাঁচ শত লোককে
হত্যা ও বিনাশ করলো। ৭ আর পর্শন্দাথঃ
দল্‌ফোন, অস্পাথঃ, ৮ পোরাথঃ, অদলিয়াঃ,
অরীদাথঃ, ৯ পর্মস্ত, অরীষয়, অরীদয় ও
রয়িষাথঃ, ১০ ইহুদীদের দুশমন হম্মদাথার পুত্র
হামনের এই দশ পুত্রকে তারা হত্যা করলো,
কিন্তু লুট করা থেকে বিরত থাকলো।
১১ যারা শূশন রাজধানীতে হত হল, তাদের

[৯:২] পয়দা ২২:১৭।
[৯:৩] উজা ৮:৩৬।
[৯:৪] ২শামু ৩:১; ১খান্দান ১১:৯।
[৯:৫] দ্বি:বি ২৫:১৭-১৯; ১শামু ১৫:৩; উজা ৪:৬।
[৯:১০] পয়দা ১৪:২৩; ১শামু ১৪:৩২; ইষ্টের ৩:১৩।
[৯:১২] ইষ্টের ৫:৬; ৭:২।
[৯:১৩] দ্বি:বি ২১:২২-২৩।
[৯:১৪] উজা ৬:১১।
[৯:১৫] পয়দা ১৪:২৩; ইষ্টের ৮:১১।
[৯:১৬] দ্বি:বি ২৫:১৯।
[৯:১৭] ১বাদশা ৩:১৫।

সংখ্যা সেদিন বাদশাহ্‌র কাছে আনা হল।
১২ বাদশাহ্‌ ইষ্টের রাণীকে বললেন, ইহুদীরা
শূশন রাজধানীতে পাঁচ শত লোক ও হামোনের
দশ জন পুত্রকে হত্যা ও বিনাশ করেছে; না
জানি, বাদশাহ্‌র অধীন অন্য সকল প্রদেশে কি
করেছে। এখন তোমার নিবেদন কি? তা
তোমাকে দেওয়া হবে; এবং তোমার আর
অনুরোধ কি? তা করা হবে। ১৩ ইষ্টের বললেন,
যদি বাদশাহ্‌র ভাল মনে হয়, তবে আজকের
মত আগামীকালও করার অনুমতি শূশনস্থ
ইহুদীদেরকে দেওয়া হোক এবং হামনের দশ
পুত্রকে ফাঁসিকাষ্ঠে টাঙ্গান যাক। ১৪ পরে বাদশাহ্‌
তা করতে হুকুম দিলেন এবং সেই হুকুম শূশনে
প্রচারিত হল, তাতে লোকেরা হামনের দশ
পুত্রকে ফাঁসি দিল। ১৫ আর শূশনস্থ ইহুদীরা
অদর মাসের চতুর্দশ দিনেও একত্র হয়ে শূশনে
তিন শত লোককে হত্যা করলো, কিন্তু লুট
করলো না।
১৬ আর বাদশাহ্‌র নানা প্রদেশ-নিবাসী অন্য
সকল ইহুদীরাও একত্র হয়ে নিজ নিজ প্রাণের
জন্য দণ্ডায়মান হল এবং তাদের দুশমনেরা
থেকে বিশ্রাম পেল, বিদ্বেষীদের পঁচাত্তর হাজার
লোককে হত্যা করলো, কিন্তু লুট করা থেকে
বিরত থাকলো। ১৭ তারা অদর মাসের ত্রয়োদশ
দিনে এই কাজ করলো এবং চতুর্দশ দিনে বিশ্রাম
করে সেই দিনকে ভোজন-পান ও আনন্দের দিন
করলো।
১৮ কিন্তু শূশনস্থ ইহুদীরা ঐ মাসের ত্রয়োদশ

মর্দখয়ের আদেশ আট মাস ২০ দিন পর সম্পাদন করলো (৮:৯ আয়াত দেখুন)।

বিপরীত ঘটনা হল। এই বিবৃতি যা বিপরীত ঘটনার বিষয় লেখকে সাহিত্য বিষয়ক সামঞ্জস্যতার সাথে সম্পর্কিত। তিনি কাহিনীর প্রথম অর্ধাংশ থেকে অধিকাংশ বর্ণনা নিয়ে দ্বিতীয় অর্ধাংশের পরিবর্তীত ঘটনার মধ্যে সুস্পষ্ট ভারসাম্য রেখেছেন (৮:১-১৭ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন ও চার্ট দেখুন)।

৯:২-৩ ইহুদীদের সাহায্য করলেন। পয়দায়েশ ১২:৩ আয়াতের ব্যাখ্যা। বাদশাহ্‌র নামে পেশকৃত দুটো পরস্পরবিরোধী আদেশের সম্মুখিন হতে হলো – একটি হল হামোনের আদেশ (৩:১২ আয়াত) এবং অপরটি হল মর্দখয়ের আদেশ (৮:৭-১৪ আয়াত দেখুন) – শাসনকর্তারা সাম্প্রতিক শাসনতন্ত্রের আদেশ অনুসরণ করেছিলেন।

৯:৩ মর্দখয় থেকে তাঁদের ত্রাস উৎপন্ন হয়েছিল। ঠিক যেভাবে "দেশীয় জাতিগুলোর লোকদের "ইহুদীদের থেকে ত্রাস" উৎপন্ন হয়েছিল (৮:১৭), ঠিক তেমনি পারসিক সরকারের কর্মকর্তা প্রদেশপাল, শাসনকর্তা ও রাজকর্তাদের "মর্দখয় থেকে তাদের ত্রাস" উৎপন্ন হয়েছিল।

৯:৫-১০ ইহুদীরা আমালেকীয়দের নাম ও চিহ্ন দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার অসমাপ্ত কাজে ব্যপৃত হল (হিজরত ১৭:১৪-১৬; দ্বি:বি: ২৫:১৭-১৯; ৩:১-৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)। এই ঘটনা ১ শামু ১৫ অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার বিপরীত অবস্থাকে প্রকাশ করেছে। কাহিনীকার জোর দিয়েছেন যে, ইহুদীরা কোন লুট করা দ্রব্য গ্রহণ করেনি, যদিও লুট করার জন্য বাদশাহ্‌র অনুমতি ছিল (৮:১১), তথাপি তারা কোন লুট দ্রব্য গ্রহণ করে নি। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্বে তালুত তার বাদশাহী খরচের জন্য আমালেকের সঙ্গে যুদ্ধের সময় লুট করা দ্রব্য গ্রহণ করেছিল (১ শামু ১৫:১৭-১৯, ২৩); কিন্তু এখানে মর্দখয়কে লুট করার ক্ষমতা দেওয়া হলেও তারা কোন লুট দ্রব্য গ্রহণ করেনি এবং তার লোকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উৎসব স্বীকৃতি পেয়েছিল (২০-২৩)। ১৫-১৬ আয়াত দেখুন, তুলনা করুন পয়দায়েশ ১৪:১২-১৫:১।

৯:১২ এখন তোমার নিবেদন কি? ৫:৩, ৬; ৭:২ আয়াত দেখুন।

৯:১৩-১৪ লোকেরা হামনের দশ পুত্রকে ফাঁসি দিল। ৭:১০ আয়াত দেখুন এবং ২:২৩ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৯:১৩ শূশান। শূশান নগর, কিন্তু রাজপ্রাসাদ নয় (১১-১২ আয়াত দেখুন; ১:২ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৯:১৫-১৬ ৫-১০ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন।

৯:১৬ তাদের দুশমন থেকে তারা বিশ্রাম পেল। ইসরাইলদের তাদের চারদিকের সমস্ত শত্রুদের বিদ্বেষ থেকে বিশ্রাম দেবার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে (দ্বি:বি: ২৫:১৯) এই অংশের খুব ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে। হামনের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের ফলে ইহুদীরা বিশ্রাম লাভ করেছিল (তুলনা করুন ১ খান্দান ২২:৬-১০; জবুর ৯৫:৭-১১; ইশাইয়া ৩২:১৮; ইবরানী ৩:৭-৪:১১)।

৯:১৮-১৯ সেই দিনকে ভোজন-পান ও আনন্দের দিন। লেখক

ও চতুর্দশ দিনে একত্র হল এবং পঞ্চদশ দিনে
বিশ্রাম করলো ও সেই দিনকে ভোজন-পান ও
আনন্দের দিন করলো। ১৯ এই কারণ পল্লীগ্রামের
অর্থাৎ প্রাচীর-বিহীন নগরগুলোর নিবাসী ইহুদীরা
অদর মাসের চতুর্দশ দিনকে আনন্দের,
ভোজনপানের, সুখের ও পরস্পর খাদ্য-উপহার
পাঠাবার দিন বলে মানে।

পূরীম ঈদ স্থাপন

২০ পরে মর্দখয় এই বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করলেন
এবং বাদশাহ্ জারেক্সের অধীন কাছের কি দূরের
সকল প্রদেশে যেসব ইহুদী থাকতো, তাদের
কাছে পত্র পাঠিয়ে হুকুম করলেন, ২১ যেন তারা
বছর বছর অদর মাসের চতুর্দশ ও সেই মাসের
পঞ্চদশ দিন পালন করে, ২২ অর্থাৎ যে দুই দিন
ইহুদীরা তাদের দুশমনেরা থেকে বিশ্রাম
পেয়েছিল এবং যে মাসে তাদের দুঃখ সুখে ও
শোক মঙ্গল-দিনে পরিণত হয়েছিল, সেই মাসের
সেই দুই দিন যেন তারা ভোজন পান ও আনন্দ
এবং নিজ নিজ বন্ধুর কাছে খাদ্য-উপহার ও
দরিদ্রদের কাছে দান পাঠাবার দিন বলে মানে।
২৩ তাতে ইহুদীরা যেমন আরম্ভ করেছিল ও
মর্দখয় তাদেরকে যেমন লিখেছিলেন, তারা
সেভাবে দিন দু'টি পালন করতে সম্মত হল;
২৪ কারণ সমস্ত ইহুদীর দুশমন অগাগীয়
হম্মদাথার পুত্র যে হামন, সে ইহুদীদেরকে বিনষ্ট
করার সংকল্প করেছিল, তাদেরকে মুছে ফেলবার
ও বিনষ্ট করার জন্যে পূর অর্থাৎ গুলিবাঁট
করেছিল, ২৫ কিন্তু বাদশাহ্‌র সাক্ষাতে সেই বিষয়
উপস্থিত হলে তিনি এই হুকুম-পত্র দিলেন, হামন
ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে কুসংকল্প করেছিল, তা
তারই মাথায় বর্তুক; লোকে তাকে ও তার
পুত্রদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে টাঙ্গিয়ে দিক। ২৬ সেজন্য
পূর (গুলিবাঁট) নাম অনুসারে সেই দুই দিনের
নাম পূরীম হল। অতএব সেই পত্রের সকল
কথার দরুন এবং সেই বিষয়ে তারা যা দেখেছিল
ও তাদের প্রতি তা ঘটেছিল, ২৭ তার দরুন
ইহুদীরা তাদের ও নিজ নিজ বংশের ও ইহুদী-
মতাবলম্বী সকলের কর্তব্য বলে এই স্থির করলো
যে, এই সম্পর্কিত লেখা হুকুম ও নিরূপিত
সময়ানুসারে তারা প্রতি বছর ঐ দুই দিন পালন
করবে, কোনরূপে তার ত্রুটি করবে না। ২৮ আর
পুরুষ-পরম্পরায় প্রত্যেক গোষ্ঠীতে, প্রত্যেক
প্রদেশে ও প্রত্যেক শহরে সেই দুই দিন স্মরণ ও
পালন করতে হবে; এবং পূরীমের সেই দুই দিন
ইহুদীদের মধ্য থেকে কখনও মুছে যাবে না, আর
তাদের বংশের মধ্য থেকে তার স্মৃতির লোপ
হবে না।
২৯ পরে অবীহয়িলের কন্যা ইষ্টের রাণী ও
ইহুদী মর্দখয় পূরীম দিন বিষয়ক এই দ্বিতীয় পত্র
স্থির করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে লিখলেন।
৩০ আর বাদশাহ্ জারেক্সের অধিকৃত এক শত
সাতাশ প্রদেশে সমস্ত ইহুদীর কাছে মর্দখয়
শান্তির ও সত্যের কথা সম্বলিত পত্র পাঠিয়ে,
৩১ নিরূপিত কালে পূরীমের সেই দুই দিন পালন
করার বিষয় স্থির করলেন; যেমন রোজা ও
বিলাপের বিষয় ইহুদী মর্দখয় ও ইষ্টের রাণী
ইহুদীদের জন্য স্থির করেছিলেন এবং যেমন
তারাও তাদের জন্য ও নিজ নিজ বংশের জন্য
স্থির করেছিল। ৩২ আর ইষ্টেরের হুকুমে পূরীম
বিষয়ক এই বিধি স্থির হল ও তা কিতাবে লেখা
হল।

১০ ১ সেই বাদশাহ্ জারেক্স স্থলে ও
সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে কর নির্ধারণ
করলেন। ২ আর তাঁর ক্ষমতা ও পরাক্রমের
সমস্ত কথা এবং বাদশাহ্ মর্দখয়কে যে মহত্ত্ব
দিয়ে উচ্চপদান্বিত করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ
বিবরণ কি মাদিয়া ও পারস্যের বাদশাহ্‌দের
ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? ৩ বস্তুত এই ইহুদী
মর্দখয় বাদশাহ্ জারেক্সের প্রধান মন্ত্রী এবং
ইহুদীদের মধ্যে মহান, তাঁর ভাইদের মধ্যে
প্রিয়পাত্র ও স্বজাতীয় লোকদের হিতৈষী এবং
তাঁর সমস্ত বংশের পক্ষে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

[৯:১৯] দ্বিঃবি ১৬:১১, ১৪; ইষ্টের ২:৯; প্রকা ১১:১০।
[৯:২২] নহি ৮:১২; জবুর ৩০:১১-১২।
[৯:২৪] হিজ ১৭:৮-১৬।
[৯:২৫] জবুর ৭:১৬।
[৯:২৬] ইষ্টের ৩:৭।
[৯:২৯] ইষ্টের ২:১৫।
[৯:৩০] ইষ্টের ১:১।
[৯:৩১] ইষ্টের ৪:১৬।
[১০:১] জবুর ৭২:১০; ৯৭:১।
[১০:২] পয়দা ৪১:৪৪।
[১০:৩] নহি ২:১০; ইয়ার ২৯:৪-৭; দানি ৬:৩

পূরীম উৎসব পালনের প্রথার জন্য দুটি ভিন্ন দিনের বর্ণনা দিয়েছেন। অধিকাংশ নগরে ১৪ তারিখ এই উৎসব পালিত হয়েছিল। কিন্তু শূশনের ইহুদীরা ১৫ তারিখ এই উৎসব পালন করেছিল। জেরুশালেম ব্যতীত বর্তমানে এই উৎসব ১৪ তারিখ পালন করা হয়। সেখানে ১৫ তারিখ এটি পালন করা হয়।

৯:২০ মর্দখয় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেন। কেউ কেউ এই বিষয়টিকে ইষ্টেরের লেখক হিসাবে মর্দখয়কে উল্লেখ করার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, এটি স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, তিনি এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তা লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রদেশে বাসকারী ইহুদীদের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

৯:২২ খাদ্য উপহার। ২:৯ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন; তুলনা করুন নহিমিয়া ৮:১০, ১২।

৯:২৪ পূর। দেখুন ২৬ আয়াত। ৩:৭ আয়াত দেখুন এবং মেসাল ২৬:২৭ আয়াতের নোট দেখুন ।

৯:৩১ রোজা। ৪:৩, ১৬ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন। এই উৎসবের জন্য কোন তারিখ স্থির করা হয় নি। তাদের মাসের ১৩-১৫ তারিখ বিজয়ের উৎসব পালনের এই তিন দিন, বাদশাহ্ সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে (৪:১৬) ইষ্টেরের তিন দিনের রোজা রাখার গুরুত্বের ভারসাম্য ব্যাখ্যা হয়েছে।

১০:১-২ কর নির্ধারণ করলেন। এই করারোপের উল্লেখ হয়তো লেখকের বিষয়বস্তুর উৎস হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে, এতে তিনি পাঠকদের জন্য অতিরিক্ত সংবাদ এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ তুলে ধরেছেন (২:২৩ আয়াত দেখুন এবং নোট দেখুন)।

১০:২ ইতিহাস-পুস্তকে লেখা নেই? এই আয়াত নির্দেশ করে যে, ইষ্টেরের কিতাব জারেক্সের মৃত্যুর পর লিখিত হয়েছিল (তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ১১:৪১; ১৪:১৯, ২৯)।